লেনিনের সহিত...

ম্যাক্সিম্ গর্কি

অনুবাদক--

মণিলাল শ্রীমানী এম এ, বি-এল্

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীকল্যাণময় শ্রীমাণী
২০ নবীন সরকার লেন
কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ ১৩৪২

প্রিণ্টার
শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার
'পঞ্চপুষ্প প্রেস'
৩এ, রামরতন বসু
কলিকাতা।

লেনিনের সহিত…

ভ্লাডিমির লেনিন মারা গিয়াছে। তাহাকে হারাইয়া জগৎ যে এক সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত প্রতিভা, তাহার সমসাময়িক মহান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিরাটতর পুরুষকে হারাইয়াছে, একথা তাহার শত্রুদের মধ্যে কাহারো কাহারো স্বীকার করিবার সাহস আছে। চেকোশ্লোভেকিয়া হইতে প্রকাশিত প্রাগের টাগেব্লাট্ (Prager Tageblatt) নামক এক জার্ম্মান "বুর্জ্জোয়া" সংবাদ-পত্রে "লেনিন" বিষয়ক এক প্রবন্ধের উপসংহারে এই কথা কয়টা লিখিত হইয়াছিল—"মরণেও মহান্ ও ভয়াবহ, আমাদের বোধশক্তির অতীত, ইহাই লেনিনের পরিচয়।" এই প্রবন্ধের প্রধান সুর হইতেছে এই বিরাট্ মূর্ত্তির প্রতি ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা। ইহা পরিষ্কার যে, এই প্রবন্ধের পশ্চাতে যে ভাব রহিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বিজয়োল্লাস-ভাব নয়। "শত্রুর মৃতদেহ সুগন্ধ বিতরণ করে" এইরূপ উক্তির মধ্যে যে ভাব প্রকাশ পায়, বা বিরাট্ অথচ অস্থির আত্মার

তিরোধানে যে স্বস্তির ভাব আসে, প্রবন্ধের পশ্চাতে ইহার কোনো ভাবই নাই। ইহা অভ্রান্ত যে, মহান্ পুরুষকে পাইয়া মনুষ্য সমাজ যে গর্ব্ব অনুভব করে, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি।

যাহার জীবন নির্ভীক যুক্তির ও বাঁচিবার অদম্য ইচ্ছার অন্যতম প্রধান নিদর্শন, যাহার ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিয়া 'বুর্জ্জোয়া' পত্রিকাগুলি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে দ্বিধা-বোধ করিল না, রুষ হইতে বিতাড়িত সংবাদ পত্রিকাদি লেনিনের মৃত্যু উপলক্ষে তাহার প্রতি সে-সম্মান প্রদর্শন করিয়া নৈতিক সাহস ও সুরুচির পরিচয় দিতে পারিল না।

ভ্লাডিমির ইলইচ লেনিনের চরিত্র অঙ্কন করা দুঃসাধ্য। আঁস যেরূপ মৎস্যের অবয়বের অংশবিশেষ, লেনিনের কথাগুলি তদ্রূপ তাহার বাহ্য রূপের অংশ বিশেষ। সরলতাও স্পষ্টবাদিতা তাহার প্রকৃতির প্রধান অঙ্গ। তাহার বীরত্ব উজ্জ্বল দ্যুতিমণ্ডলে বেষ্টিত নয়। তাহার ছিল সেই বীরত্ব যাহা একমাত্র রাশিয়াই ভাল জানে। যে বিপ্লবী, বিশ্বে সামাজিক ন্যায়বিচার সম্ভাবনার অকম্পিত বিশ্বাসে, মানবের কল্যাণের জন্য জীবনের সব সুখ বিসর্জ্জন দেয়, তাহার ছিল সেই প্রকৃত রুষ বিপ্লবীর নিরহঙ্কার আত্মত্যাগের কঠোর জীবন।

লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, শোকাকুল হৃদয়ে, তাহার সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা তাড়াতাড়ি লেখা হইয়া ছিল, সুতরাং তাহা অপর্য্যাপ্ত। তৎকালীন অবস্থানুযায়ী কি কারণবশতঃ আমি তখন অনেক কিছু

লিখিতে পারি নাই, আশাকরি, তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য। লেনিনের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী এবং পাণ্ডিত্য ছিল বিপুল। আর "অধিক পাণ্ডিত্যে অধিক দুঃখ"।

তাহার দৃষ্টি ছুটিত সম্মুখে—বহুদূর পর্য্যন্ত। ১৯১৯-২১ সালের মধ্যে, তাহার সঙ্গে আমার যতো আলোচনা হইয়াছে, প্রায় সব সময়েই, রুষবাসীর অবস্থা কয়েক বৎসরের মধ্যে কিরূপ দাঁড়াইবে, সে তাহার সঠিক বিবরণ দিত। তাহার এই ভবিষ্যৎবাণী অনেক সময়ে প্রীতিকর হইত না ও সেগুলি কেহ সব সময় বিশ্বাস করিতে চাহিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহার এই সন্দিগ্ধ মন্তব্যগুলি সত্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম সাক্ষাৎ

বহু অন্যায় ফাঁক ও অসামঞ্জস্য থাকায় আমার পূর্ব্ব স্মারকলিপি আরও অসন্তোষজনক হইয়া উঠিয়াছিল। আমার উচিত ছিল লণ্ডন কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করা। সন্দেহ, অবিশ্বাস, সম্মুখ বিরোধ, এমন কি ঘৃণার পটভূমি পিছনে রাখিয়া, ভ্লাডিমির ইলইচের সৌম্য মূর্ত্তি যখন সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন হইতেই আমার স্মারকলিপি আরম্ভ করা উচিত ছিল।

লণ্ডন সহরের উপকণ্ঠে কাঠের গীর্জ্জার নগ্ন প্রাচীরগুলি, ও ক্ষুদ্র অপরিসর হলের সূক্ষ্মাগ্র অপ্রশস্ত উচ্চ জানালাগুলি

এখনও আমি যেন সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। হল-ঘরটী কোন সঙ্গতিহীন বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের উপযোগী!

অট্টালিকার বহির্ভাগটিকেই কেবল গীর্জ্জার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভিতরে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন চিহ্নই ছিল না; এমন কি বেদিটীও, অনুচ্চ হলঘরের শেষপ্রান্তে থাকার পরিবর্ত্তে, দুই দরজার মধ্যে প্রবেশ পথে স্থাপিত ছিল।

ইহার পূর্ব্বে লেনিনের সহিত আমার দেখাও হয় নাই, বা তাহার সম্বন্ধে যতখানি পড়া উচিত ছিল, তাহাও পড়ি নাই। কিন্তু আমার যাহা কিছু পড়া ছিল তাহা ও তাহাকে যাহারা ব্যক্তিগতভাবে জানিত, তাহাদের উৎসাহপূর্ণ বিবরণী, আমাকে প্রবলভাবে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হইল, অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত, সে আমার সহিত করমর্দ্দন করিল। পরে তাহার সেই অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া, আমার ভিতরটা যেন বিশেষভাবে দেখিয়া লইয়া, নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় কৌতুকের সহিত বলিল, "তুমি এসেছ দেখে ভারী খুসী হ'লুম। আমার বিশ্বাস তুমি বাগ্‌বিতণ্ডা দলাদলি ভালবাস,—তাই নয় কি? শিগ্‌গিরই এখানে পুরানো ঝগড়া নিয়ে এক মজার অভিনয় আরম্ভ হবে।"

আমি লেনিনকে এইরূপ আশা করি নাই। তাহার মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব ছিল। সে 'র' অক্ষরটী একটু ঘুরাইয়া তালুর সাহায্যে উচ্চারণ করিত তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গি ছিল অদ্ভুত ও আড়ম্বরপূর্ণ! যেন অতিরিক্ত মাত্রায় সাদাসিধা

তাহার ব্যবহার। এমন কোন ভাব প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে বুঝা যায় যে, সে একজন নেতা। সাহিত্যিক হিসাবে আমি এই সমস্ত খুঁটিনাটী ব্যাপার সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাধ্য। আর এই আবশ্যকতা অভ্যাসে—অনেক সময় বিরক্তিকর অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্মক্লান্ত শিক্ষকের নিকট অতিরিক্ত ছাত্র যাইলে, তাহার মুখমণ্ডল যেরূপ ঈষৎ বিরক্ত ও কঠোর দেখায়, (G. V. Plekhanov) জি, ভি, প্লেখানভের সহিত যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, সে হাত দুইটী জোড় করিয়া, সেইরূপ ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল। "আমি তোমার পুস্তকের একজন ভক্ত পাঠক।" প্লেখানভের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটী ছাড়া আর কোন কথাই আমার স্মরণে আসে না। সারা কংগ্রেস-অধিবেশন কালের মধ্যে আমরা কেহই পরস্পরের সহিত প্রাণখোলা আলাপ করিবার আগ্রহ অনুভব করি নাই।

তারপর আমার সম্মুখে দাঁড়াইল এক বিরলকেশ, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, ঘনকায় পুরুষ। এক হাতে সে আমার হাত ধরিল, ও তাহার অদ্ভুত উজ্জ্বল চোখের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ করিয়া, অপর হস্তে তাহার সক্রেটীসতুল্য কপোলটী মুছিল।

তারপরই সে আমার "মা" (Mother) বইখানির ত্রুটী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। বুঝা গেল, এস, পি, ল্যাদিজিনিকভ-এর (S. P. Ladyzhnikov) নিকট রক্ষিত উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি, সে ইতিমধ্যে

পড়িয়া ফেলিয়াছে। আমি বলিলাম, "বইখানি তাড়াতাড়ি শেষ করছিলুম—তাই" ; কিন্তু কেন—সেকথা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। লেনিন সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিয়া, নিজেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, বইখানা তাড়াতাড়ি শেষ হ'য়ে যা'ক, আমিও তাই চাই। এই রকম বইয়ের দরকার আছে, কারণ বিপ্লব আন্দোলনে যে সমস্ত কর্ম্মী যোগ দিয়েছে, তারা পূর্ব্বাপর না বুঝে, বিশৃঙ্খলার সঙ্গে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং 'মা' বইখানা পড়লে, তাদের বিশেষ উপকার হবে। ঠিক কালোপযোগী বই।" আমার সম্বন্ধে তাহার এই একমাত্র প্রশংসাবাদ, কিন্তু আমার নিকট এই প্রশস্তি অত্যন্ত মূল্যবান্।

তারপর লেনিন বৈষয়িক লোকের মতো নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল—বইখানি ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে কি না, রুষ বা আমেরিকার মুদ্রণনিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠান (Censorship) ইহার কিছু অঙ্গহানি করিয়াছে কি না। আমি যখন তাহাকে বলিলাম যে, গ্রন্থকার দায়রা সোপর্দ্দ হইবে, প্রথমে সে ভ্রূকুটী করিল ; পরে পশ্চাদ্দিকে নিজ মস্তক সঞ্চালিত করিয়া চক্ষু নিমীলিত করিল। অবশেষে 'হো—হো' করিয়া অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া উঠিল। এই হাসি কর্ম্মীদের আকৃষ্ট করিল, এবং বোধ হয় এফ, উরাল্স্কি (F, Uralsky) ও আরো জন তিনেক লোক আগাইয়া আসিয়াছিল। সেদিন আমার মানসিক অবস্থা ছিল প্রফুল্ল। পার্টির বাছাই-

করা তিনশত লোকের মধ্যে আমি ছিলাম দাঁড়াইয়া; আর এই সমস্ত লোককে এই কংগ্রেসে পাঠাইয়া ছিল একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার সুদক্ষ কর্ম্মী। আমার চক্ষের সামনে দাঁড়াইয়া ছিল—সর্ব্বদলের নেতৃবৃন্দ, পুরাতন বিপ্লবী, প্লেখানভ, এক্সেলরড্ (Axelrod), দয়েচ্ (Deutsch)। আমার প্রফুল্লতার কারণ ছিল খুবই স্বাভাবিক এবং পাঠক সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবে, যদি এই প্রসঙ্গে আমি জানাইয়া দিই যে, বিদেশে অবস্থানকালে দুই বৎসর কাল আমার অন্তর অবসাদ ভারাক্রান্ত ছিল।

জার্ম্মান্ সোশ্যাল ডিমোক্রাটদিগের সহিত

আমার অবসাদ আরম্ভ হইয়াছিল বার্লিনে। সেখানে প্রায় সমস্ত প্রধান সোশ্যাল ডিমোক্রাটের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; অগাষ্ট বেবেল ও অতি হৃষ্টপুষ্টকায় সিঙ্গারের পার্শ্বে বসিয়া এবং অপরাপর গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া আমি পানাহারাদি করিয়াছিলাম।

এক বিস্তৃত আরামদায়ক কামরায় আমরা আহারাদি করিলাম। রুচিপূর্ণ কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রে ক্যানারী পাখীর পিঞ্জরগুলি আবৃত ছিল, আরাম কেদারাগুলির পশ্চাদ্ভাগ কারুকার্য্য-খচিত অ্যান্টিমাকাসার দিয়া মোড়া ছিল,—পাছে উপবিষ্ট ব্যক্তির মস্তকের সংস্পর্শে উপরের আবরণটী মলিন হইয়া যায়। প্রত্যেকটী দ্রব্য নিরেট এবং

সারবান্। প্রত্যেকে ধীরভাবে পানাহারাদি করিতে করিতে পরস্পরের সহিত গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছিল 'মালজাইট' (Mahlzeit)। আমার নিকট কথাটী নূতন। কিন্তু আমি জানিতাম ফরাসী ভাষায় 'Mal' অর্থে 'খারাপ' ও জার্ম্মাণী ভাষায় 'Zeit' অর্থে 'সময়'—সুতরাং 'Mal Zeit' অর্থে 'খারাপ সময়'।

সিঙ্গার দুইবার কাউটস্কিকে 'রোমান্টিসিষ্ট' বলিয়া সম্বোধন করিল। বেবেলের নাসিকাটী ছিল শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বক্র ও কুঞ্চিত। তাহাকে আত্মতৃপ্ত বলিয়া মনে হয়। আমরা রাইনদেশীয় মদ ও বীয়ার পান করিলাম। মদ্য ঈষদুষ্ণ ও অম্লস্বাদ ছিল, আর বীয়ার ছিল বেশ সুস্বাদু। সোশ্যাল ডিমোক্রাটগণ রুষ বিপ্লব ও পার্টির (Russian Revolution and Party) সম্বন্ধে অপ্রসন্নতার সহিত বিষণ্ণভাবে আলোচনা করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের নিজেদের দল অর্থাৎ জার্ম্মান দলের সম্বন্ধে সবই চমৎকার। চতুর্দ্দিকে আত্মপরিতৃপ্তির এক আবহাওয়া বহিতেছিল। কেদারাগুলিও যেন নেতৃবৃন্দের সম্মানিত নিতম্ব অঙ্গে ধারণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিল !

জার্ম্মান পার্টির সহিত আমার কাজ ছিল একটু কোমল ও সূক্ষ্মপ্রকৃতির। জার্ম্মান পার্টির একজন প্রধান সভ্য—পরে অখ্যাত পারভাস (parvus) জ্ন্যানিয়ে (Znaniye) নামক বলশেভিক আইনগ্রন্থ প্রচারাগার হইতে আমার Lower

Depth নামক নাটকখানির অভিনয়ের দরুণ গ্রন্থকারের প্রাপ্য অর্থ রঙ্গালয়গুলি হইতে সংগ্রহ করিবার অনুমতি ১৯০২সালে সিবাস্তাপুল ষ্টেসনে পাইয়াছিল—এখানে সে আসিয়াছিল এক আইন-বিরুদ্ধ কারণে। কথা ছিল, সংগৃহীত অর্থ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত হইবে :—শতকরা কুড়িভাগ সে নিজে লইবে, অবশিষ্ট অর্থের এক চতুর্থাংশ আমি গ্রহণ করিব, আর অপর তৃতীয় চতুর্থাংশ সোশ্যাল ডিমোক্রাটীক পার্টির অর্থকোষে যাইবে। পারভাস অবশ্য এ চুক্তির কথা জানিত, এমন কি এ ব্যবস্থায় খুসী হইয়াছিল। জার্মানির সমস্ত রঙ্গালয়ে চার বৎসর ধরিয়া উক্ত নাটক অভিনীত হইল। এক বার্লিনেই উহা পাঁচশত বারের অধিক অভিনীত হইয়াছিল এবং পারভাস ইহা হইতে নিঃসন্দেহে এক লক্ষ মার্ক সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সংগৃহীত অর্থের পরিবর্ত্তে জ্নানিয়ে (Znaniye) নামক বলশেভিক আইনগ্রন্থ প্রচারাগারের কে, পি, পিয়াৎনিৎস্কি রসিকতার সহিত এই মর্ম্মে এক পত্রে আমায় জানাইল যে, পারভাস এক যুবতী মহিলার সহিত ইতালি ভ্রমণে বাহির হইয়াছে এবং তাহাতেই সে সমস্ত অর্থ খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে তাহার সুখকর ভ্রমণের সহিত আমার সম্পর্ক ছিল সংগৃহীত অর্থের এক চতুর্থাংশটুকু লইয়া। অবশিষ্ট তৃতীয় চতুর্থাংশ অর্থ-সম্বন্ধে আমি জার্ম্মান কেন্দ্রীয় কমিটিকে পত্র দ্বারা জানান সঙ্গত বোধ করিলাম। এস, পি, সাদিজিনিকভের মধ্যস্থতায় আমি তাহাদের সহিত পত্রালাপ করিলাম। পার-

ভাসের ভ্রমণ কাহিনীর কথা শুনিয়াও কেন্দ্রীয় কমিটী সম্পূর্ণ অবিচলিত রহিল। পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, পারভাস দল হইতে বিতাড়িত হইয়াছে; সত্য কথা বলিতে কি, তাহার কান দুইটা মলিয়া দিলে ভারী খুসী হইতাম। কিছুকাল পরে, আমার প্যারী অবস্থানকালে, কোনও এক ব্যক্তি আমাকে এক অসামান্যা সুন্দরী যুবতীকে দেখাইয়াছিল। শুনিলাম সেই পারভাসের ইতালি ভ্রমণের সঙ্গিনী। মনে হইল "যুবতী সত্যই নয়নানন্দদায়িণী—অতীব সুন্দরী।"

বার্লিনে আমার অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—লেখক, শিল্পী, কলা ও সাহিত্যের পৃষ্টপোষক, এ ছাড়া আরও অনেক লোক। তাহাদের নির্ব্বিকারভাব ও আত্মপ্রীতি পরিমাণে কম বেশী ছিল মাত্র।

আমেরিকা যাত্রা

আমেরিকায় অসংখ্য মরিস হিলকুইটের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিউইয়র্কের মেয়র বা শাসনকর্ত্তা হওয়া। অনেক লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, অনেক জিনিষ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন একজন লোক দেখিলাম না যে, রুষবিপ্লবের পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিলাম, সর্ব্বত্র সাধারণের ধারণা, রুষবিপ্লব ইওরোপবাসীর জীবনের একটা সামান্য ঘটনা মাত্র; আর সোশ্যালিজমের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না এক সুন্দরী মহিলার

কথায়—যে দেশে সর্ব্বদা কলেরা বা বিপ্লব লাগিয়া রহিয়াছে, সেই দেশে ইহা একটী অতি সাধারণ ঘটনা।

বলশেভিক ধনভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আমেরিকা যাওয়ার মতলবটা এল, বি, ক্রাসিনের নিকট হইতে আসিল। স্থির হইল, ভি, ভি, ভরোভস্কি আমার সেক্রেটারী ও সভার পরিচালকরূপে আমার সঙ্গে যাইবে। ভরোভস্কি ভাল ইংরাজী জানিত, কিন্তু পার্টি তাহাকে অন্য কাজে নিযুক্ত করায়, এন, ই, বুরিণিন তাহার স্থান গ্রহণ করিল। বুরিণিন ইংরাজী জানিত না; পথে ও সে দেশে পৌঁছিয়া শিখিতে আরম্ভ করিল।

আমার যাত্রার উদ্দেশ্য যখন জানিতে পারিল, সোশ্যালিষ্ট বিপ্লবীরা আমার ভ্রমণ বিষয়ে বালকের ন্যায় অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। তখনও আমি ফিন্ল্যাণ্ডে। চেকোভস্কি ও জিটলোভোস্কি আমার নিকট আসিয়া প্রস্তাব করিল যে অর্থসংগ্রহ কেবল মাত্র বলশেভিকদিগের জন্য না করিয়া 'সাধারণ বিপ্লবের' জন্য করা হউক। 'সাধারণ বিপ্লবের' জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আমি অস্বীকৃত হইলাম। তখন তাহারা বাবুস্কাকে আমেরিকায় পাঠাইল। সুতরাং দুইজন লোক আমেরিকায় যাইয়া, স্বতন্ত্রভাবে, এমন কি পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, বস্তুতঃ দুইটী বিভিন্ন বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

কে অপেক্ষাকৃত ভাল ও আসল, ইহা পরীক্ষা করিবার সময় ও প্রবৃত্তি অবশ্য আমেরিকাবাসীদের ছিল না। বস্তুতঃ বাবুস্কা পূর্ব্ব হইতে তাহাদের পরিচিতা ছিল। বহুপূর্ব্বে

তাহার আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ তাহার গুণগানে দেশ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল। জারের প্রতিনিধি আমার বিরুদ্ধে অযথা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। আমেরিকার কমরেডগণ রুষবিপ্লবকে স্থানীয় বিপ্লব ও অকালপ্রসূত ব্যাপার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। সভা সমিতিতে আমি যে অর্থ সংগ্রহ করিলাম, তাহা তাহারা কতকটা 'উদারভাবে' ব্যবহার করিতে লাগিল। মোটের উপর, আমি অত্যন্ত অল্প অর্থই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম—দশসহস্র ডলারেরও কম। স্থির করিলাম, সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিব, কিন্তু আমেরিকাতেও এক 'পারভাস' জুটিল। সুতরাং আমার আমেরিকা ভ্রমণ, মোটের উপর ব্যর্থ হইল। যাহা হউক, সেখানে আমি 'মা' লিখিলাম। 'মা'র ভুল, ভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতির ইহাই কারণ।

তারপর আমি ইতালি ও কাপ্রি যাইলাম ও রুষ ভাষায় লিখিত বই ও সংবাদ পত্রাদিতে ডুবিয়া রহিলাম—ইহাও আমার অবসাদ ও নিরুৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। আমি যেরূপ নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছিলাম, দাঁত উপড়াইয়া ফেলিবার পর, অনুভূতি শক্তি থাকিলে, দাঁতটী, সম্ভবতঃ, সেইরূপ নিঃসঙ্গ বোধ করিবে। সুপরিচিত ও বিশিষ্ট লোককে রাজনীতির এক মঞ্চ হইতে অপর মঞ্চে অ্যাক্রোব্যাটের ন্যায় ক্ষিপ্র চাতুর্য্য ও কৌশলের সহিত লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম।

"সব গেল। তারা সবাইকে নিষ্পেষিত করেছে, ধ্বংস করেছে, নির্ব্বাসিত করেছে, বন্দীশালায় আবদ্ধ ক'রে রেখেছে।" তাহারা এই কথাই বলিত।

ইহার অধিকাংশই হাস্যোদ্দীপক, কিন্তু কোনরূপ প্রফুল্লতার রেখাও ইহার মধ্যে ছিল না। রাশিয়া হইতে নবাগত এক প্রতিভাশালী লেখক বলিল যে, আমি লোয়ার ডেপথ্স্ নাটকের লিউক চরিত্রের ন্যায় অভিনয় করিতেছি—এখানে আসিয়াছি, মিষ্ট কথায় যুবকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছি, তাহারা আমায় বিশ্বাস করিয়াছে, মাথায় আঘাত খাইয়াছে, আর আমি পলায়ন করিলাম। আর একজনের মতে,—'প্রবণতা' মোহই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে; 'আমার খেলা ফুরাইয়াছে।' আমার নাটকের যে, কোন গূঢ় অর্থ আছে, তাহাও সে অস্বীকার করিল, আর তাহার একমাত্র কারণ ইহা রাজসম্পর্কীয় (Imperial)। বস্তুতঃ তাহারা মূর্খের মত হাস্যকর অনেক কথাই বলিত। আমার প্রায়ই মনে হইত, বুঝি মহামারীবাহী ধূলিকণা রাশিয়া হইতে উড়িয়া আসিতেছে।

তারপর সহসা দেখি যেন রূপকথার নায়কের ন্যায়, আমি রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্রাটীক পার্টির কংগ্রেসে আসিয়া পড়িয়াছি। বাস্তবিক সেদিন আমার জীবনের এক মহাদিন।

লণ্ডন কংগ্রেস

কিন্তু আমার প্রফুল্লভাব স্থায়ী হইয়াছিল মাত্র প্রথম সভার সময় পর্য্যন্ত যখন তাহারা "সাময়িক ধারা" সম্বন্ধে

বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডার প্রচণ্ডতা এক মুহূর্ত্তে আমার উৎসাহ শীতল করিয়া দিয়াছিল। তাহার কারণ ইহা নয় যে, আমি অনুভব করিয়াছিলাম, পার্টিটী কিরূপ সংস্কারক ও বিপ্লবীদলে তীক্ষ্ণরূপে বিভক্ত—ইহা আমি ১৯০৩ সালেই জানিতাম। কারণ হইতেছে লেনিনের প্রতি সংস্কারবাদীর বৈরীভাব। পুরাতন জলবাহী নলে চাপ দিলে জল যেরূপ নির্গত হয়, সেইরূপ তাহাদের বক্তৃতার মধ্য দিয়া লেনিন বিরুদ্ধতার প্রচণ্ডতা প্রকাশ পাইতেছিল।

যাহা বলা হয় তাহাই সব সময় প্রয়োজনীয় নয়, প্রয়োজনীয় হইতেছে, কি ভাবে ইহা বলা হয়। ফ্রক কোট গায়ে প্রোটেষ্টান্ট পাদরীর ন্যায় আঁট করিয়া জামার বোতাম লাগাইয়া প্লেখানভ্ যখন কংগ্রেস অধিবেশনের কাজ আরম্ভ করিল, তখন সে পাদরীর ন্যায় এই আত্মবিশ্বাসে বক্তৃতা দিতে লাগিল, যেন তাহার সমস্ত ভাবধারা অকাট্য, তাহার প্রতি বাক্যটী, প্রতি বিরতিটী অত্যন্ত মূল্যবান্। সুকৌশলে সুললিত বাক্যাবলী ওজন করিয়া সে সমবেত প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছিল। আর বলশেভিক বেঞ্চ হইতে যখনই কেহ কোন শব্দ করিতেছিল বা কোন 'কমরেডকে' ফিসফিস করিয়া কিছু বলিতেছিল, তখনই শ্রদ্ধেয় বক্তা হঠাৎ থামিয়া গিয়া সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতে ছিল। ফ্রক কোটের একটা বোতাম প্লেখানভের অতি প্রিয় ছিল। সে সব সময়েই বোতামটীকে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার মত চাপিয়া

ধরিতেছিল, বোধ হয়, এই চাপই তাহার প্রবহমান বক্তৃতার স্রোতে বাধা দিতেছিল।

একবার এক সভায় এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে উঠিয়া প্লেখানভ দুই বাহু একত্র করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে "হা" করিয়া শব্দ করিল। ইহাতে বলশেভিক কর্মিগণের মধ্যে এক হাসির রোল পড়িয়া গিয়াছিল। প্লেখানভ ভ্রূকুটী করিয়া উঠিল, তাহার গণ্ডদেশ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। গণ্ডদেশ বলিতেছি— তাহার কারণ আমি মঞ্চের পাশে বসিয়াছিলাম এবং পাশ দিয়া বক্তার মুখের এক পাশ মাত্র দেখিতে পাইতেছিলাম।

প্রথম সভাতে, প্লেখানভের বক্তৃতা দিবার সময়, বলশেভিক বেঞ্চের যে ব্যক্তিটী অতিমাত্রায় অধৈর্য্য ভাব প্রকাশ করিতেছিল, সে-ই লেনিন। একবার সে কুব্জাকার ধারণ করিল, যেন তাহার শীত পাইয়াছে, তাহার পরই সে অধীর ভাবে পার্শ্ব ফিরিল, যেন গরম বোধ করিতেছে। জামার হাতার ছিদ্রে আঙ্গুল ঢুকাইল, চিবুক ঘষিল, মাথা নাড়িল এবং এম, পি টম্স্কিকে (M. P. Tomsky) ফিসফিস করিয়া কি বলিল। প্লেখানভ যখন বলিল যে, পার্টিতে কোন "মার্কস্‌বাদ সংস্কারপন্থী" নাই। লেনিন মস্তক অবনত করিল, তাহার মাথার টাকটী লাল হইয়া উঠিল, আর তাহার স্কন্ধ নীরব হাস্যে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পার্শ্বে ও পশ্চাতে উপবিষ্ট কর্মিগণও হাসিয়া উঠিল এবং হলঘরের পিছন হইতে উচ্চকণ্ঠে ও বিষণ্ণভাবে কে একজন চীৎকার করিয়া বলিল "ওধারে যে লোক গুলো বসে রয়েছে ওদের কি হবে ?"

পিতাপুত্রীর সম্পর্কের ন্যায় খাঁটি সত্যের সহিত যাহার সম্পর্ক, খর্ব্ব থিওডোর ডান (Little Theodore Dan) সেইরূপ লোকের মতো কথা বলিত। সে সত্যের জন্ম দিয়াছে, সত্যকে পুষ্ট করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। সে কার্ল মার্কস্-এর অবতার। তাহার মতে বলশেভিকরা অর্দ্ধশিক্ষিত, আর ইহা মেনশেভিকদিগের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। সে বলিত এই মেনশেভিকদের মধ্যেই সবচেয়ে বিখ্যাত মার্কস্-বাদী চিন্তানায়ক দেখিতে পাওয়া যাইবে।

"তোমরা মার্কস্‌বাদী নও", সে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল। 'না তোমরা মার্কস্‌বাদী নও", — এই বলিয়া সে তাহার পীতবর্ণ মুষ্টি শূন্যে নিক্ষেপ করিল। কর্ম্মীদের মধ্যে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আবার কখন তুমি উদারপন্থীদের সঙ্গে চা খেতে যাচ্ছ?"

প্রথম সভাতে মার্টভ বক্তৃতা দিয়াছিল কি না আমার স্মরণ নাই। এই অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক পুরুষটী যুবকোচিত উৎসাহের সহিত বক্তৃতা দিয়াছিল। সহজেই বুঝা গেল, এই বিচ্ছেদ ও অনৈক্যরূপ বিয়োগান্ত নাটক গভীরভাবে তাহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। তাহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কড়া ইস্তিরী করা সার্টের কলার খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে, হাত দোলাইতে দোলাইতে, সে অধীরভাবে সম্মুখে পশ্চাতে পায়চারি করিতে লাগিল—কোটের জামার আস্তিনের নীচে তাহার কফটী ঝুলিয়া পড়িল। সে উচ্চে বাহু উত্তোলন করিল ও কফটীকে যথাস্থানে প্রেরণ করিবার জন্য বাহু সঞ্চালন করিল।

মার্টভের বক্তৃতা শুনিয়া মনে হয় না যে, সে তর্কের জাল বুনিবার চেষ্টা করিতেছে, বরং মনে হয়, সে প্রোৎসাহিত করিতেছে, অনুনয় মিনতি করিতেছে: বিচ্ছেদ, অনৈক্য আমরা দূর করিবই, পার্টি এত দুর্ব্বল যে, বিভিন্নদলে বিভক্ত হইতে পারে না, সবার আগে কর্ম্মীদের স্বাধীনতা চাই-ই, আমরা কোনক্রমেই তাহাদের নিরুৎসাহ হইতে দিব না। বক্তৃতার প্রথমাংশে, মধ্যে মধ্যে, সে প্রায় অনেকটা বায়ুগ্রস্ত লোকের মতো কথা বলিতেছিল; বাক্যের প্রাচুর্য্যে তাহার আসল অর্থ প্রকাশ পাইতেছিল না, আর সে নিজে শ্রোতৃবর্গের মনে এক ক্লেশদায়ক ছাপ মারিয়া দিতেছিল। বক্তৃতার শেষের দিকে, বাহ্যতঃ বক্তৃতার সহিত কোন যোগ না রাখিয়া, সে সেই 'যুদ্ধং দেহি' সুরে যুবকোচিত উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সমরপিয়াসী বিরুদ্ধদলের ও সশস্ত্র বিপ্লবায়োজনার্থ সকল কার্য্য ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আমার স্পষ্ট স্মরণ হইতেছে, বলশেভিক বেঞ্চ হইতে কে একজন চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।" আর আমার মনে হয়, টমস্কি বলিয়াছিল, "কমরেড মার্টভের মানসিক শান্তির জন্য আমাদের কি হাত দু'টা কেটে বাদ দিতে হবে?"

ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না প্রথম দিনের অধিবেশনে মার্টভ বক্তৃতা দিয়াছিল কি না। বক্তারা কে কিরূপভাবে বক্তৃতা দিয়াছিল বর্ণনা করিবার জন্যই ইহার উল্লেখ করিলাম।

তাহার বক্তৃতার পর, যে কামরা দিয়া সভাগৃহের হলঘরে আসা যায়, সেই কামরায়, কর্ম্মিগণের মধ্যে এক বিষাদময় আলোচনা চলিতেছিল। "তোমাদের তো মার্টভ রয়েছে, আর সে Iskra দলের ('অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' নামক পত্রিকার পরিচালকদের) একজন।" "আমাদের বুদ্ধিজীবী বন্ধুগণ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে।"

রোসা লাক্সেমবুর্গ ওজস্বিনী ভাষায়, আবেগে, তীব্র শ্লেষব্যঞ্জকস্বরে বক্তৃতা দিয়াছিল।

বক্তৃতা-মঞ্চে লেনিন

এইবার ভ্লাডিমির ইলইচ আসিল; ক্ষিপ্রপদে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কমরেড!" প্রথমে তাহার বক্তৃতা আমার ভাল লাগে নাই, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি ও আর সকলে তাহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এই প্রথম আমি জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন সরলভাবে আলোচিত হইতে শুনিলাম। তাহার মধ্যে, সুচারু ওজস্বিনী বাক্যপ্রয়োগের কোনরূপ প্রয়াস দেখিলাম না; কিন্তু প্রতি বাক্যটা সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতেছিল, আর তাহার অর্থ ছিল আশ্চর্য্যরকম সরল যে অসাধারণ ছাপ, সে আমাদের অন্তরে আঁকিয়া দিয়াছিল, পাঠকের মনে তাহা প্রতিফলিত করা অত্যন্ত দুরূহ।

তাহার বাহু প্রসারিত, হস্ত ঈষৎ উর্দ্ধে উত্থিত; আর বোধ

হইতেছিল, যেন সে ইহার দ্বারা প্রত্যেক বাক্যটা ওজন করিয়া দেখিতেছে, শত্রুপক্ষের মন্তব্যগুলি সূক্ষ্মরূপে তলাইয়া দেখিতেছে, ও তাহার স্থানে, উদারপন্থী বুর্জ্জোয়ার মতানুযায়ী না চলিয়া, বা ইহার পশ্চাদ্‌গামী না হইয়া, নিজপথ ধরিয়া চলিয়া যাইবার শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার ও কর্ত্তব্যের সপক্ষে গুরুত্ববিশিষ্ট যুক্তিতর্ক স্থাপন করিতেছে।

তাহার বক্তৃতায় ঐক্য, পূর্ণতা, সরলতা, সতেজভাব, ও মঞ্চের উপর তাহার পূর্ণ অবয়ব—ক্লাসিক শিল্পের এক উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির রূপ ধারণ করিয়াছিল : সবই আছে, অথচ কিছুই অবান্তর নয়, আর তাহার মধ্যে কোন অলঙ্কার থাকিলেও, তাহাও কাহারো নজরে পড়ে না, কারণ মুখমণ্ডলে দুইটা চক্ষু অথবা হাতের আঙ্গুলের মত ইহা স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী বাগ্মীদের বক্তৃতা অপেক্ষা লেনিনের বক্তৃতা অধিকতর সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অন্য সকলের চেয়ে সেই আমাদের মনে গভীরতর ছাপ মারিয়া দিয়াছিল। ইহা কেবল আমার নিজের ধারণা নয়। আমার পিছনে উৎসাহের সহিত অনুচ্চস্বরে জল্পনা চলিতেছিল—"দেখ, এইবার সে কিছু বলবে।" ঠিক তাই। তাহার সিদ্ধান্ত কাল্পনিক উপায়ে উপনীত হইত না, পরন্তু স্বাভাবিক গতিতে, সুনিশ্চিতরূপে বিকশিত হইত। মেনশেভিকরা তাহার বক্তৃতা শ্রবণে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ করিয়া, লেনিনের প্রতি বিরক্তিভাব গোপন করিবার চেষ্টা করে নাই। নীতির ব্যবহার যাহাতে পূর্ণরূপে নীতির আলোয়

নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়, এই উদ্দেশ্যে যতই সে দৃঢ় অথচ নিঃসংশয়ের সহিত পার্টির বিপ্লবনীতির চরম বিকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখাইতেছিল, ততই মেনশেভিকরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাধা দিতেছিল।

"কংগ্রেস দর্শনের বুলি আওড়াবার জায়গা নয়।" "গুরু-গিরি করতে এসোনা, আমরা স্কুলের ছেলে নই।"

বিশেষরূপে. প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল এক দীর্ঘকায় শ্মশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তি—দেখিতে দোকানদারের মত। আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া স্খলিত বাক্যে সে বলিল, "নী— নীচ--ষ—ষ—ড়—ষড়- -যন্ত্র।"

রোসা লাক্সেমবুর্গ মাথা নাড়িয়া লেনিনকে সমর্থন করিল। পরবর্তী এক সভাতে সে বলশেভিকদের উদ্দেশ্যে এক সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। "তোমরা মার্কস্‌বাদের উপর দাঁড়িয়ে নয়, তোমরা এর ওপর চেপে বস, বরং শুয়ে পড়।"

বিরক্তি, শ্লেষ, ঘৃণার একটা বিষাক্ত তপ্ত ঢেউ হলঘরখানা ভাসাইয়া লইয়া গেল। লেনিনের মনোদর্পণ চক্ষু দুইটি শত শত বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিল। শত্রুর এই সমস্ত মারমুখী আক্রমণ ব্যর্থ হইল—তাহার মনে কোন দাগ টানিয়া দিতে পারিল না। আন্তরিক উৎসাহভরে, অথচ ধীর ও শান্তভাবে সে বক্তৃতা দিয়া যাইতে লাগিল। বাহ্যিক শান্তভাব ধারণ করার কি মূল্য কয়েকদিন পরে তাহাকে দিতে হইয়াছিল, আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। ইহা

অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় যে, একমাত্র পূর্ণ বিকশিত মূল-নীতির সাহায্যে পার্টির অনৈক্য ও আত্মকলহের কারণ নির্ণয় হওয়া সম্ভব, এই রকম স্বাভাবিক চিন্তাধারার জন্য তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ বৈরীভাব উত্তেজিত হইতে পারে।

স্বতঃই এই ধারণা আমার মন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনটা ভ্লাডিমির ইলইচের শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিতেছে, তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী করিয়া তুলিতেছে। প্রতিদিন তাহার বক্তৃতা অটল হইতে অটলতর শুনাইতেছিল, আর কংগ্রেসের ভিতর বলশেভিকদল উত্তরোত্তর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অদম্য হইয়া উঠিতেছিল। লেনিনের পরই মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে রোসা লাক্সেমবুর্গের ভাবোদ্দীপক সতেজ বক্তৃতা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভিভূত করিয়াছিল।

লেনিন ও শ্রমিকদল

শ্রমিকদের জীবনের সামান্য খুটিনাটির কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লেনিন তাহার অবসর সময়টুকু শ্রমিকদের সাহচর্য্যে কাটাইত।

"ওদের মেয়েদের খবর কি? ঘর সংসারের কাজে গলা ডুবিয়ে বসে আছে? কিছু শেখবার পড়বার সুবিধা করে উঠতে পারছে কি?"

একবার হাইড পার্কে এক শ্রমিকদল—ইহারা কংগ্রেসেই সর্ব্বপ্রথম লেনিনকে দেখিয়াছিল—কংগ্রেসে লেনিনের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন এক চিত্তহারী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল :

"যতদূর আমি জানি, শ্রমিকদের মধ্যে তা'র মত চতুর ইওরোপে বহুৎ থাকতে পারে, কিন্তু তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে আনতে পারে, তা'র মত এমন লোক তোমরা খুঁজে পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না!"

আর একজন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও ঠিক আমাদেরই একজন।"

কে একজন উত্তর দিল, "প্লেখানভও ঠিক আমাদেরই একজন।" উত্তরটী ঠিক জায়গায় ঘা দিয়াছিল—"তোমরা মনে কর, প্লেখানভ সব সময় তোমাদের শেখাচ্ছে, তোমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করছে, কিন্তু তা নয়, লেনিনই হ'চ্ছে একজন প্রকৃত নেতা ও কমরেড।" একজন যুবক বিদ্রূপচ্ছলে বলিল : "প্লেখানভের ফ্রক কোটটি তার পক্ষে অত্যন্ত আঁট।"

একবার আমরা এক রেস্তোঁরাতে যাইতেছিলাম, এমন সময় মেনশেভিকদলভুক্ত এক শ্রমিক একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লেনিনকে দাঁড় করাইল। লেনিন পিছনে পড়িয়া রহিল—আর এদিকে দলের আর সবাই চলিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে লেনিন রেস্তোঁরাতে প্রবেশ করিল। ভ্রূকুঞ্চিত। বলিল, "আশ্চর্য্য যে এ রকম বোকা লোকও পার্টি কংগ্রেসের

সভা। সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, আসলে ও-সমস্ত আলোচনার প্রকৃত কারণ কি। আমি বললুম, 'ব্যাপার হচ্ছে এই,—তোমার বন্ধুরা পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করতে চায়, আর আমাদের বিশ্বাস, সংঘর্ষের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত হ'তে হবে।' আমার বিশ্বাস সে বুঝতে পেরেছে।"

আমরা কয়েকজন সর্ব্বদা একত্রে এক সস্তার রেস্তোরাঁতে আহারাদি করিতাম। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম ভ্লাডিমির ইলইচ অত্যন্ত অল্প আহার করিত; দুইটা বা তিনটা ভাজা ডিম, এক টুকরা লবনাক্ত শুষ্ক শূকর-জঙ্ঘা, একপাত্র ঘন কৃষ্ণবর্ণ বীয়ার—এই তাহার আহারের তালিকা। বেশ বোঝা যাইত, নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাহার দৃষ্টি অত্যন্ত অল্পই ছিল। শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাহার অদ্ভুত যত্ন ও দৃষ্টি সকলকে বিস্ময়াবিভূত করিত।

এম, এফ, অ্যাণ্ড্রিয়েফ (গর্কির স্ত্রী) সেনানিবাসের মধ্যে মদের দোকানের উপর নজর রাখিত। লেনিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "কি মনে হয়, শ্রমিকরা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে? না? হুঁ হুঁ। আমরা বোধ হয় আরও অধিক স্যাণ্ডুইচ পেতে পারি?"

একদিন দেখিলাম, আমি যে সরাইখানায় উঠিয়াছিলাম, সেই-খানে আসিয়া, লেনিন চিন্তামগ্নভাবে আমার বিছানাটা স্পর্শের দ্বারা অনুভব করিতেছে।

"কি করছো তুমি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"দেখছি তোমার বিছানার চাদরগুলো আলো বাতাসের স্পর্শ পায় কি না।"

প্রথমে আমি বুঝিতে পারি নাই, লণ্ডনে বিছানার চাদরাদি কি রকম, তাহা সে জানিতে চায় কেন? তারপর আমায় উদ্বিগ্ন দেখিয়া সে স্পষ্ট করিয়া বলিল, "অতি অবশ্য নিজের সম্বন্ধে যত্ন নিও।"

১৯১৮ সালের শরৎকালে দিমিত্রী পাভলভ নামক সরমোভোর (Sormovo)এক শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার মতে লেনিন-চরিত্রের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি। সে উত্তর করিল, "সরলতা। লেনিন সত্যের ন্যায় সরল।" এমন ভাবে বলিল, যেন সে বহুপূর্ব্বে ও বহুচিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

সবাই ভাল জানে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীই মনিবের কঠোর সমালোচক। লেনিনের শকটচালক জিল একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সে বলিয়াছিল, "লেনিন অনুপম। তাহার তুলনা নাই। একদিন আমি Myasnitskaya রাস্তা দিয়া গাড়ী চালাচ্ছিলুম। গাড়ী চলাচলিতে রাস্তা বন্ধ। একটুও সামনে এগিয়ে যাইনি ; ভয়, পাছে ধাক্কা লেগে গাড়ী চুরমার হয়ে যায়। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হর্ণ বাজাচ্ছি। লেনিন গাড়ীর দরজা খুলে, ধাক্কা খেয়ে প্রাণ হারাণোর বিপদের সামনে নিজেকে সম্মুখীন করে, আমার পাশে পা-দানির ওপরে দাঁড়ালো এবং আমায় এগিয়ে যেতে বললে। 'চিন্তিত হয়োনা জিল, আর সবার মতো

এগিয়ে চল।' আমি একজন পুরাতন চালক। "আমি জানি, আর কেউ এ রকম করতে সাহস করতো না।"

পাঠককে বোঝান শক্ত, কি সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে তাহার সমস্ত ভাবধারা একই স্রোতে প্রবাহিত হইত। কম্পাসের কাঁটার অপরিবর্তনীয়তার ন্যায় তাহার চিন্তারাশি শ্রমিকদের শ্রেণী-স্বার্থে নিবদ্ধ ছিল।

লণ্ডনের এক সান্ধ্য অবসরে আমাদের ক্ষুদ্র দলটা এক সঙ্গীতালয়ে প্রবেশ করিল।

ভি. ইলইচ বিদূষক ও হাস্যরসিক নটের অভিনয়ে আনন্দে সংক্রামকভাবে 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল, ও অবশিষ্ট নটের প্রতি অন্যমনস্কভাবে তাকাইল। ব্রিটিশ কলোম্বিয়ার শ্রমিকদের গাছ কাটার দৃশ্যে সে বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াছিল। পিছনের ক্ষুদ্র পটখানিতে বনমধ্যস্থ তাঁবুর দৃশ্য দেখা যাইতেছে। সামনে দুইজন যুবক বৃক্ষছেদনে প্রবৃত্ত। মুহূর্তে যুবকদ্বয় প্রায় এক মিটার স্থূল এক বৃক্ষের গুঁড়ি ছেদন করিয়া ফেলিল।

ইলইচ বলিল, 'সাধারণের চোখে তাই বটে। বাস্তব জগতে এত তাড়াতাড়ি তা'রা কাজ করতে পারতো না। বস্তুতঃ সেখানেও তারা কুঠার ব্যবহার করে, রাশি রাশি কাঠ কেটে বাজে কাটি তৈরী করে। এই তোমাদের ইওরোপীয় সভ্যতা!"

ধনিকতন্ত্রের কঠোর পেষনে উৎপাদনে কি বিশৃঙ্খলা, যথেচ্ছাচার উপস্থিত হইয়াছে, কি বিপুল কাঁচামাল নষ্ট হইতেছে,

এই সম্বন্ধে সে বলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে দুঃখ করিয়া বলিল, অথচ আজও এ সম্বন্ধে কেউ কোন বই লেখবার কথা চিন্তা করে নি।

ভাবটা আমার নিকট সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইল না। কিন্তু ইলইচকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবার সুযোগ পাই নাই। মূকাভিনয় মঞ্চশিল্পের এক বিশেষ রূপ—এই সম্বন্ধে সে ইতিমধ্যে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। "ইহা হইতেছে সাধারণভাবে অনুমোদিত ভাবধারার প্রতি এক বিশেষ বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের অভিব্যক্তি ও এইসমস্ত ভাবধারা গুলিকে ওলটপালট করিবার, বিকৃত করিবার, স্বাভাবিকতার স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইবার প্রচেষ্টা। ইহা একটু জটিল, কিন্তু আনন্দদায়ক!"

দুই বৎসর পরে ক্যাপ্রিতে এ, এ, বোগদানোভের সহিত ইউটোপিয়ান উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন বলিল, "সিনর ম্যাসিষ্ট (Signor Machist) কি ক'রে ধনিক-তন্ত্র-হাঙ্গর পৃথিবীর রক্তশোষণ করছে—তেল, লোহা, কাঠ, কয়লা গ্রাস করছে, এই সম্বন্ধে শ্রমিকদের জন্য যদি একখানা উপন্যাস তুমি লেখ, তাহ'লে ভাল হয়। বইখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে!"

প্যারিসে সাক্ষাৎ

লণ্ডনে বিদায় সম্ভাষণকালে সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে সে

বিশ্রামের জন্য ক্যাপ্রিতে আসিবে। কিন্তু আসিবার জন্য মনস্থির করিবার পূর্ব্বেই, আমি তাহাকে দেখিলাম প্যারিসের ছাত্রাবাসের একটা দুইখানা কামরাযুক্ত ফ্ল্যাটে (আকারে ছাত্রাবাসের ফ্ল্যাটের মত বটে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতায় বা সুশৃঙ্খলতায় নয়)। ন্যাদেজ্দা কন্স্তান্তিনোভ্না আমাদিগকে চা পরিবেশন করিয়া বাহিরে গিয়াছে। কামরায় কেবল আমরা দুইজন।

জর্মানিয়ে তখন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। যতদূর সম্ভব আমাদের সমস্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তির জীবন বেষ্টন করে, এমন এক নূতন প্রকাশালয়ের গঠন সম্বন্ধে ইলইচের সহিত আলোচনা করিবার জন্য আমি আসিয়াছিলাম। আমি সম্পাদকীয় কার্য্যস্থল রাশিয়ার বাহিরে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, ভি, ভরোভস্কি ও আর যে কেহ একজন উক্ত কর্ম্মস্থলে থাকিবে, এবং রাশিয়ায়, ভি, এ, দায়ানিৎস্কি তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিবে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাস, রুশ সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তকের সিরিজ প্রকাশ করা আমি সমীচীন বোধ করিয়াছিলাম, কারণ আমার মনে হইয়াছিল, এই সমস্ত পুস্তকরাজি আত্মশিক্ষা ও প্রচারকার্য্য চালাইবার পক্ষে শ্রমিকদিগের নিকট সংবাদের খনি। কিন্তু ভ্লাডিমির ইলইচ মুদ্রননিয়ন্ত্রণ ও জনগঠনকার্য্যপরিচালনার বিঘ্নের উল্লেখ করিয়া মূলেই আমার মতলব ফাঁসাইয়া দিল। অধিকাংশ কমরেড পার্টির ব্যবহারিক কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে—তাহাদের বই লিখিবার সময় নাই। তাহার প্রধান, ও

আমার নিকট সবচেয়ে অখণ্ড যুক্তি, অনেকটা এই রকম ছিল মোটা বই লিখিবার সময় নাই। যে সব বুদ্ধিজীবী স্পষ্টত সোসিয়ালিস্‌ম ত্যাগ করিয়া উদারপন্থীদলে ভিড়িতেছে, তাহারাই মোটা বই পড়িবে, আর তাহারা যে পথ বাছিয়া লইয়াছে সেখান হইতে তাহাদের ফিরানো আমাদের কাজ নয় আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে সংবাদপত্র ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা। জ্যানিয়ে প্রকাশালয় নূতন করিয়া চালাইতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু মুদ্রণনিয়ন্ত্রণের জন্য রাশিয়ায় ইহা অসম্ভব, আর এখানে (প্যারীতে) স্থানান্তরিত করার অসুবিধার জন্য অচল। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পুস্তিকা আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে, আর এই সমস্ত স্তূপাকার পুস্তিকা আইনের চোখে ধূলি দিয়া স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। প্রকাশালয় স্থাপনের জন্য আমাদিগকে সুদিনের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

তারপর তাহার সেই অপরিবর্ত্তনীয় চিত্তহারী স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতার সহিত, সে ডুমা (Duma) ও ক্যাদেতের (Cadet) সভ্যবৃন্দের সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিল। প্রসঙ্গক্রমে বলিল, যে তাহারা "Octobrist দলভুক্ত হইতে লজ্জানুভব করে": তাহাদের কেবলমাত্র একটা পথ খোলা আছে, আর সেই পথ হইতেছে ন্যায়ের পথ। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং "সম্ভবতঃ একটা নয়, একটার পর একটা করিয়া অনেকগুলি যুদ্ধ।" এই উক্তির স্বপক্ষে সে বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিল; তাহার এই ভবিষ্যৎবাণী অচিরেই বল্‌কানে ফলিয়া গিয়াছিল। তারপর সে দাঁড়াইয়া উঠিল

ও স্বকীয় বিশিষ্ট ভঙ্গীতে ওয়েষ্টকোটের হাতার ছিদ্রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া, দীপ্ত চক্ষুদ্বয় ঘুরাইয়া, ধীরে ধীরে সেই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে পায়চারি করিতে করিতে বলিল :

"যুদ্ধ আসিতেছে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ধনিক-জগৎ অন্তদহন অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। এর মধ্যেই লোকে চৌভ-বাদ (Chauvinism) ও জাতীয়তাবাদরূপ ঔষধপানে নিজেকে বিষাক্ত করতে আরম্ভ করেছে। মনে হয়, আমরা আর একটা সারা ইওরোপব্যাপী মহাযুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পাব।"

"প্রলেটারিয়েট্? সেই ভীষণ সংহারলীলা প্রতিরোধ করবার শক্তি প্রলেটারিয়েটরা নিজেদের মধ্যে খুঁজে পাবে না। কিরূপে প্রতিরোধ করবে? সমগ্র ইওরোপের শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক সাধারণ ধর্ম্মঘট? তারা এখনও পর্য্যাপ্ত সম্পূর্ণরূপে সুচালিত হয়ে উঠতে পারেনি, বা তাদের মধ্যে শ্রেণী-বোধ জন্মায়নি। এরূপ ধর্ম্মঘট ঘরোয়া যুদ্ধের সূচনা করিবে, কিন্তু ব্যবহারিক রাজনীতিক হয়ে আমরা ইহার উপর নির্ভর করতে পারি না।"

ক্ষণেক সে চুপ করিল—ঘরের মেঝেতে জুতার তলাটা ঘষিতে লাগিল; তারপর বিষণ্ণভাবে বলিল, "প্রোলেটারিয়েটদের ভয়ানক ভুগতে হ'বে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরও কিছুকাল তাদের কপালে যন্ত্রণা ভোগ আছে। কিন্তু এ-ও সুনি-শ্চিত যে, এদের শত্রুরা পরস্পর পরস্পরকে দুর্ব্বল করবে।"

আমার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া, সতেজ কিন্তু অনুচ্চস্বরে, যেন বিস্মিতভাবে, সে বলিল, "না, কিন্তু ভেবে দেখ। ভোজন-পরিতৃপ্ত ব্যক্তি অনাহারী ক্ষুধার্ত্তকে পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে কেন? এর চেয়ে অধিক নির্ব্বোধের কাজ, ও বীভৎসতর অপরাধ আর কি হতে পারে? এর জন্য শ্রমিকদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে, কিন্তু অবশেষে তারাই লাভবান্ হবে। এই হ'চ্ছে ইতিহাসের ইচ্ছা।"

প্রায় সে ইতিহাসের উল্লেখ করিত, কিন্তু ইতিহাসের শক্তি বা ইচ্ছার প্রতি তাহার অকৃত্রিম বিশ্বাস সম্বন্ধে যাহা সে বলিত, তাহার কিছুই আমি অনুভব করিতে পারিতাম না।

নিজের কথায় সে নিজেই বিচলিত হইল। সে বসিয়া পড়িল, কপাল হইতে ঘাম মুছিয়া, একটু ঠাণ্ডা চা পান করিল; তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমেরিকার তোমার সেই ব্যাপারটা কি? খবরের কাগজ থেকে জানলুম ব্যাপারটা কি সম্বন্ধে, কিন্তু এর শেষ হল কি করে?"

সংক্ষেপে আমি আমার য়্যাডভেঞ্চার বিবৃত করিলাম। লেনিনের মত প্রাণখোলা হাসি হাসিতে পারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার মত কঠোর প্রত্যক্ষবাদী, যে বিরাট উপবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিয়াছিল ও গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিল, যাহার ধনিক জগতের প্রতি ঘৃণা ছিল অনড় ও নির্ম্মম, সেও শিশুর মত হাসিতে পারে—যতক্ষণ চোখে জল না আসে, যতক্ষণ

হাসিতে হাসিতে তাহার শ্বাসরুদ্ধ না হইয়া যায়, ততক্ষণ হাসিতে পারে। ও রকম হাসিতে হইলে চাই সর্ব্বাপেক্ষা তাজা ও স্বাস্থ্যকর মন।

হাসির লহরের ভিতর দিয়া সে বলিল, "ও—তুমি একজন রসিকপুরুষ (humourist)। ভাবতেও পারতুম না, এ রকম মজার কিছু থাকতে পারে।"

চক্ষু মুছিয়া, তৎক্ষণাৎ সে গম্ভীর হইয়া উঠিল ও করুণ কোমল হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভারী সুন্দর যে হাসি মুখে তুমি পরাজয় গ্রহণ কর'তে পার। কৌতুকপ্রিয়তা (humour) এক চমৎকার সুন্দর, স্বাস্থ্যকর গুণ। আর বাস্তবিক, জীবনটা যেমনি মজার, তেমনি দুঃখময়।"

আমরা একমত হইলাম যে, একদিনের মধ্যে আমি তাহার সহিত দেখা করিব; কিন্তু জলহাওয়া ছিল খারাপ আর সন্ধ্যাকালে আমার থুথুর সহিত অনেকখানি রক্ত উঠিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং পরদিবসই আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম।

ইতালিতে লেনিন

প্যারিসে সাক্ষাতের পর আমাদের দেখা হইয়াছিল ক্যাপ্রিতে। সে সময় লেনিন সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল অদ্ভুত, যেন ইলইচ দুইবার ক্যাপ্রিতে আসিয়াছিল, আর দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব লইয়া। এক ইলইচ, যখন আমার সহিত জেটীতে দেখা হইল, দৃঢ়স্বরে বলিল, "এ, এম (A. M).

আমি জানি, তুমি সব সময় আশা করছো,আমার সঙ্গে ম্যাসিষ্টদের পুনর্মিলন সম্ভবপর। এ চেষ্টা যে বৃথা, আমাদের পুনর্মিলন যে অসম্ভব, পত্রে আমি পূর্ব্ব হ'তে তোমায় জানিয়ে দিয়েছিলাম।"

বাসায় ফিরিবার পথে ও পরে আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, তাহার মত সম্পূর্ণ ঠিক নয়। দুইটি বিরুদ্ধ দর্শনের পুনর্মিলনের ইচ্ছা আমার কখনও ছিলনা, আর বর্ত্তমানেও নাই। প্রসঙ্গক্রমে একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, আমি ভাল বুঝিও না। উপরন্তু আমার যৌবনাবস্থা হইতে আমি সমস্ত দর্শনবাদ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলাম। সন্দেহের কারণ, এক দর্শনবাদ অপরের বিরুদ্ধবাদী ও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ। আমার মতে, পৃথিবীর সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, পৃথিবী সবেমাত্র বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু দর্শন ইহার মাথায় চাঁটা মারিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ এক ভ্রান্তিমূলক অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কোথায় যাচ্ছ তুমি? কেনই বা যাচ্ছ? কেন তুমি ভাব?।" কোন কোন দার্শনিক কঠোর অথচ সরল আদেশ দিল "চুপ্।" উপরন্তু আমি জানিতাম, দর্শন স্ত্রীলোকের ন্যায় সাদাসিদে, এমন কি ভীষণও হইতে পারে, কিন্তু এরূপ কৌশলের সহিত বেশ বিন্যাস করিয়া থাকে যে তাহাকে সুন্দরী বলিয়া ভ্রম হয়।

ইহাতে ভি. ইলইচ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "বেশ ঠাট্টা হ'চ্ছে। পৃথিবী সবে আরম্ভ হয়েছে, বিকাশ প্রাপ্ত হচ্ছে—

ওহে এটা বেশ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। বহুপূর্ব্বে যেখানে তোমার আসা উচিত ছিল, সেখানেই তুমি আসবে।”

তারপর আমি তাহাকে বলিলাম, আমার চোখে এ, এ, বোগদানোভ, এ, লুনাচারাস্কি ও ভি, এ, ব্যাজারভ মহৎ ব্যক্তি—সম্পূর্ণভাবে উচ্চশিক্ষিত, পার্টিতে তাহাদের সমকক্ষ কেহ নাই।

“ধরে নিলুম তাই। বেশ, তারপর?”

“আমার বোধ হয়, তাদের সকলের শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য একই। মার সম্যক্‌রূপে বোধগম্য ও অনুভূত হ'লে, তাদের উদ্দেশ্যের একতা দার্শনিক-বিরুদ্ধতা মুছে ফেলবে—ধ্বংস করবে।”

“এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, এর পরও পুনর্মিলনের আশা এখনও লোপ পায় নাই? সম্পূর্ণ বৃথা আশা। বন্ধুভাবে বলছি, মস্তিষ্ক থেকে, যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণরূপে, এ ধারণা বিতাড়িত কর। তোমার মতে প্লেখানভের উদ্দেশ্যও এক। তোমাকে বলতে ক, আমার ধারণা, তার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, যদিও ইহা সত্য যে, প্লেখানভ বস্তুতান্ত্রিক, দার্শনিক নয়।”

এইখানে আমাদের কথোপকথন শেষ হইল। আমার মনে য়, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমি তাহার মুখের কথাগুলি বহু প্রকাশ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি স্থির জানি যে, তাহার ভাবধারা যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

সুতরাং লণ্ডন কংগ্রেস অপেক্ষা লেনিন আমার সামনে দাঁড়া-

ইয়াছিল আরো দৃঢ়, আরো অটলভাবে। কিন্তু তখন সে বিচলিত হইয়া উঠিত, এমন হইত যে পার্টির মধ্যে দলাদলি হইলে, তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত্তের মধ্য দিয়া কিছু সময় কাটাইতে হইত। আর এখন সে শান্ত, বরং স্থির, উদাসীন ও বিদ্রূপাত্মক—পরুষভাবে দর্শনতত্ত্বঘটিত ভাবরাশি মন হইতে দূর করিয়া দিতে উন্মুখ ও সদাই সতর্ক।

এ. এ. বোগদানোভ অতিরিক্তমাত্রায় চিত্তাকর্ষক, মধুর-প্রকৃতি ও লেনিনপ্রিয় ছিল। যদিচ নিজের সম্বন্ধে তাহার কতকটা উচ্চ ধারণা ছিল, তথাপি তাহাকে এই সমস্ত তীক্ষ্ণ, মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাদায়ক কথা শুনিতে হইত : "সোপেনহাওয়ার বলিত যে 'পরিষ্কার চিন্তা মানে পরিষ্কার ভাষণ'। আমার মনে হয়, এর চেয়ে সত্য কথা সে আর কখনও বলেনি। কমরেড বোগদানোভ, তুমি নিজেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পার না। অল্প কথায় আমায় বুঝিয়ে বল, তোমার পরিবর্ত্তন (Substitution) শ্রমিকদের কি উপকারে আসবে ও কেন ম্যাসিস্‌ম্ (Machism) মার্কস্‌বাদ অপেক্ষা অধিক বিপ্লবকর ?"

বোগদানোভ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বাস্তবিক সে যাহা বলিল তাহা দুর্ব্বোধ্য—কথামাত্র সার।

ইলইচ বলিল, "ও কথা ছেড়ে দাও। কে যেন বলেছিল, বোধ হয়, যয়েস (Juares) ই হবে, পাদরী হওয়ার চেয়ে সত্য কথা বলা ভাল—আর আমি এর সঙ্গে জুড়ে দিই, ম্যাসিষ্ট হওয়ার চেয়ে।" তারপর সে বোগদানোভের সহিত দাবা

খেলায় মগ্ন হইল। খেলায় হারিয়া গেলে সে ক্রুদ্ধ হইত ও শিশুর ন্যায় হতাশ হইয়া পড়িত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তাহার চমক লাগিয়ে দেওয়া হাসির মত, শিশুর ন্যায় এই হতাশ-ভাব, তাহার চরিত্রের পূর্ণতা ও একতার কোন ক্ষতি করিতে পারিত না।

ক্যাপ্রিতে দেখিলাম আর এক লেনিন—চমৎকার, অদ্ভুত কমরেড। সদাপ্রফুল্ল। বিচিত্র নম্র তাহার ব্যবহার, পৃথিবীর সর্ব্ববিষয়ে তাহার এক আন্তরিক অপরিসীম অনুরাগ। একদিনের কথা। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সবাই ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছে। আমাকে ও এম, এফ, আঁাদ্রিয়েফকে দুঃখিতভাবে ও গভীর আক্ষেপের সহিত সে বলিল: "কি পরিতাপের কথা! এই সমস্ত চতুর প্রতিভাশালী পুরুষ, যারা পার্টির জন্য অনেক কিছু করেছে, এবং দশগুণ বেশি করতে পারতো—আর তারা আজ আমাদের সঙ্গে এক পথে চলবে না! তারা এ রকম করতে পারে না। আর এই রকম শত শত লোক এই কঠিন নির্ম্মম নিগ্রহে ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে—বীভৎসভাবে তাদের অঙ্গচ্ছেদ হ'চ্ছে।"

আর এক সময় সে বলিল: "লুনাচারস্কি পার্টিতে ফিরে আসবে, আর দু'জনের চেয়ে সে অল্প স্বাতন্ত্র্যবাদী। তার প্রকৃতি উচ্চগুণসম্পন্ন—এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। তার সম্বন্ধে 'আমার একটা দুর্ব্বলতা আছে।' কি মূর্খের ন্যায় কথা—দুর্ব্বলতা আছে! বাস্তবিক আমি তাকে অত্যন্ত

ভালবাসি, তুমি জান, ভারী সুন্দর কমরেড সে। তার মধ্যে কিছু ফরাসীসুলভ দীপ্তি আছে। তার লঘুতা স্বকীয় রুচিজ্ঞানের ফল।

ক্যাপ্রিদেশীয় জেলেদের জীবনের কথা, তাহাদের আয়ের কথা, পুরোহিতের প্রভাব, তাহাদের বিদ্যালয়ের কথা—এই সমস্ত বিষয়ে সে বিশদভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

তাহার অনুরাগের বিষয়বস্তুর পরিসর দেখিয়া, বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। যখন এক পুরোহিতকে তাহার দৃষ্টিগোচর করান হইল—এক দরিদ্র কৃষকের সন্তান,—তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ সংগ্রহের জন্য জিজ্ঞাসা করিল, কতবার চাষারা তাহাদের ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠায়, আর ছেলেরা পুরোহিত হইয়া গ্রামে ফিরে কি না।

"বুঝতে পেরেছ ? এটা যদি একটা স্বতন্ত্র ঘটনা না হয়—তা হ'লে ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে যে, এটা ভ্যাটিকানদের এক মতলব—এক কৌশলপূর্ণ মতলব !"

সর্ব্ব বিষয়ে সবার অগ্রগণ্য হইয়াও, অনুচ্চাভিলাষী, নিরহঙ্কার, সাধারণ নরনারীর সরল জীবনে একান্ত অনুরাগী হইতে পারে, এমন দ্বিতীয় পুরুষ আমি কল্পনা করিতে পারি না।

তাহার মধ্যে এমন এক আকর্ষণ-শক্তি ছিল, যাহা শ্রমিকদের অন্তর ও সহানুভূতি, তাহার দিকে আকৃষ্ট করিত। সে ইতালী ভাষায় কথা বলিত না। কিন্তু ক্যাপ্রিদেশীয় জেলেরা—ইহারা শ্যালিয়াপিন (Chaliapin) ও অপরাপর

বিখ্যাত রুষবাসীকে দেখিয়াছিল—সহজাতবুদ্ধিবশতঃ তৎক্ষণাৎ লেনিনকে তাহাদের হৃদয়ের বিশেষ স্থানে আসন দিয়াছিল। তাহার হাসি ছিল মনমাতানো—সেই রকম লোকের আন্তরিক হাসি, যে লোক, নরনারীর বীভৎস মূর্খতা ও চতুর ব্যক্তির আক্রোবাটসুলভ চাতুর্যের সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, "সরলচিত্ত নরনারীর" শিশুসুলভ অকৃত্রিম জীবনপ্রণালী দেখিয়া আনন্দিত হইত। জ্যভাণী স্পাদারো (Giovanni Spadaro) নামে এক বৃদ্ধ ধীবর তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলঃ "কেবলমাত্র সরল অকপটচিত্ত ব্যক্তিই ও রকম হাসি হাসতে পারে।"

কখনও কখনও স্বচ্ছ নীল আকাশের মত জলের উপর দিয়া আমরা দাঁড় বাহিয়া যাইতাম। আর লেনিন 'আঙ্গুল দিয়া' মাছ ধরিতে শিখিত—বিনা ছিপে, কেবলমাত্র 'সূতা দিয়া।' জেলেরা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, তাহার অঙ্গুলি যখন রজ্জুর কম্পন অনুভব করিবে, তখনই মাছ বঁড়শীবিদ্ধ হইবে। "কসি, দ্রিন, দ্রিন। Capisce ?"

এক সেকেণ্ড পরে সে একটা মাছ বঁড়শীবিদ্ধ করিল; মাছটাকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়া, শিশুর ন্যায় আনন্দে ও শিকারীর ন্যায় উৎসাহে, চীৎকার করিয়া বলিল, "দ্রিন, দ্রিন।" শিশুর ন্যায় উল্লাসে জেলেরা অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল, এবং এই নূতন জেলেটার নামকরণ করিল, "সিনর দ্রিন, দ্রিন।" সেইস্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পরও, তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, "দ্রিন, দ্রিনের চলছে কেমন ? এখনও তাকে জার্ গ্রেপ্তার করেনি ?"

আমার স্মরণ নাই, লেনিনের পূর্ব্বে কি পরে প্লেখানভ ক্যাপ্রিতে আসিয়াছিল। ক্যাপ্রি কলোনির কতকগুলি ঔপনিবেশিক, লেখক অলিগার, লরেন্সজ্ মেত্‌নার (এই মেত্‌নার সোত্‌জি নামক স্থানে বিপ্লব পরিচালনা করায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল), পল ভিগদরচিক্ ও আমার বোধ হয় আরও দুইজন প্লেখানভের দর্শনপ্রার্থী হইয়াছিল। প্লেখানভ তাহাদের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়াছিল, আর না-মঞ্জুর করার তাহার অধিকারও ছিল। সে অসুস্থ হইয়া বিশ্রামের জন্য ক্যাপ্রিতে আসিয়াছিল। কিন্তু অলিগার্ ও লরেন্সজ্ আমাকে বলিল যে, অতিশয় অভদ্রোচিতভাবে সে তাহাদের ফিরাইয়া দিয়াছে। অলিগরের মেজাজ ছিল অত্যন্ত চড়া পরদায় বাঁধা, সে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল যে, প্লেখানভ্ এই ধরণের অনেক কিছু বলিয়াছে—"যে সব লোক কিছু করতে পারে না, কেবল কথা বলতে চায়, তাদের উপর সে বিরক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের হাত থেকে সে মুক্তি চায়।" আমার সঙ্গে সে যখন ছিল, বাস্তবিক স্থানীয় উপনিবেশস্থিত কোন লোকের সহিত দেখা করিতে চাহিত না। ইলইচ্ তাহাদের সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিত। প্লেখানভ কখনও কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিত না। সে পূর্ব্ব হইতেই এসব জানিত, ও নিজেই এ সম্বন্ধে সব বলিত। রুশীয় প্রথায় প্রতিভাদীপ্ত, ইওরোপীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত প্লেখানভ্ আপন পাণ্ডিত্য জাহির করিতে ভালবাসিত; বস্তুতঃ তীব্র বিদ্রূপ করিবার লোভে, বিদেশীয় বা রুশীয় কম-

রেডের দুর্ব্বল স্থানে সজোরে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিত। আমার নিকট তাহার বিদ্রূপাত্মক রসিকতা অর্থহীন বোধ হইত। কেবলমাত্র এই কয়টা কথা আমার স্মরণ আছে ঃ "অপরিমিতভাবে পরিমিত Mehring ; এনরিকো ফেরি (Enrico Ferri) একজন য়ক ; তার মধ্যে স্বর্ণও নাই, লৌহও নাই।" ফেরি অর্থাৎ লৌহ কথাটার উপর এই হেঁয়ালীটা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাধারণতঃ জনসাধারণের প্রতি তাহার ব্যবহার ছিল প্রসন্ন, যেন সে এক দেবতা। অত্যন্ত প্রতিভাশালী লেখক ও পার্টির বাচনিক উৎসাহদাতা হিসাবে আমি তাহাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতাম ; কিন্তু তাহার প্রতি আমার কোন সহানুভূতি ছিল না। তাহার মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় 'আভিজাত্য-বোধ' ছিল। আমার সিদ্ধান্ত হয়তো ভুল হইতে পারে। আমি ভুল করিতে ভালবাসি না। কিন্তু আর সকলের মত সব সময় ভুল এড়াইয়া চলিতে পারি না।

কিন্তু এ কথা সত্য যে, জি, ভি, প্লেখানভ ও ভি, আই লেনিন ব্যতীত, আর কোন দুইটা পুরুষ আমার জীবনপথে আসে নাই, যাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এত অল্প,—আর ইহা স্বাভাবিক। কারণ একজন পুরাতন জগতের ধ্বংসকার্য্য শেষ করিতেছে, অপরজন নবজগতের গঠনকার্য্যের পত্তন করিতেছে।

জীবন আমাদের সহিত এরূপ বিদ্বেষপূর্ণ চাতুরী অভিনয় করে যে, যাহারা প্রকৃত ঘৃণা হইতে বঞ্চিত, তাহাদের অন্তর

প্রকৃত প্রেম হইতেও বঞ্চিত। এই সত্য মনুষ্য প্রকৃতির মূলে আঘাত করিয়া, মনুষ্য প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। আত্মার এই দুর্লঙ্ঘ্য বিভাগ, ঘৃণার ভিতর দিয়া প্রেমের বিকাশ ও অনুভূতি আধুনিক জীবন ধারার বিনাশ ঘোষণা করিতেছে।

যে রাশিয়ায় অপরিহার্য্য দুঃখই মুক্তির সাধারণ পথ বলিয়া ঘোষিত হয়, সেখানে আমি এমন একজন লোক দেখি নাই বা জানিনা, যে লেনিনের ন্যায় সমস্ত অশান্তি, যন্ত্রণা ও দুঃখ গভীরভাবে, তীব্রভাবে ঘৃণা করিয়াছে, তাচ্ছিল্য করিয়াছে। তাহার এই মনোভাব, জীবন নাট্যের বিয়োগান্ত দৃশ্যের প্রতি তাহার এই তীব্র ঘৃণা, তাহাকে আমার চোখে আরও উন্নত করিয়া ধরিয়াছিল। কারণ লেনিন ছিল সেই দেশের লোক, যেখানকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভার দুঃখের গুণগরিমায় পরিপূর্ণ ও শোকের অর্ঘ্য উপচারে সুসমৃদ্ধ। সে ছিল সেই দেশের লোক, যে দেশের যুবকের জীবন আরম্ভ হয়, সেই পুস্তকের প্রভাবে, যাহার সারাংশ হইতেছে, সামান্য অপরিবর্ত্তনীয় জীবন-নাট্যের বৈচিত্র্যহীন বর্ণনা। সমগ্র ইওরোপে রাশিয়ার সাহিত্যই সব চেয়ে নৈরাশ্যবাদী। আমাদের সব বইই লেখা একই বিষয় লইয়া, সবারই সুর এক। সব পুস্তকেই সেই এক কথা— কিরূপে যৌবনে কষ্টভোগ করি, নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ মধ্যবয়সে যন্ত্রণা ভোগ করি, কিরূপে স্বৈরশাসকের উৎপীড়নে, স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে, প্রতিবেশী-প্রিয়তাবশতঃ, বিশ্বের অস্বাভাবিক গঠনকার্য্যহেতু কষ্ট পাই, কিরূপে জীবনে কৃত ভুলের জন্য

বার্দ্ধক্যে কষ্ট অনুভব করি, কিরূপে দন্তের অভাবে, বদহজমের দরুণ ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ভয়ে অশেষ যন্ত্রণা পাই। রুষ-বাসীদের মধ্যে যদি কেহ কোন রাজনৈতিক অপরাধে একমাস কারাগারে বাস করে ও এক বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তাহার দুঃখ যন্ত্রণার স্মৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু সুখপূর্ণ জীবনের কাহিনী স্মারকলিপির আকারে প্রকাশ করিবার কথা কেহই চিন্তা করে না। রুষবাসীরা ভবিষ্যৎ জীবনপ্রণালীর চিন্তায় অভ্যস্ত ও চিন্তিত প্রণালীতে জীবন অতিবাহিত করিতে অসমর্থ। এক্ষেত্রে হয়তো এই রকম একখানা বই তাহাদিগকে শিখাইতে পারে কিভাবে সুখপূর্ণ জীবনের কল্পনা করিতে পারা যায়।

আমার মতে লেনিন এক অতুলনীয় বিরাট্ পুরুষ। মনুষ্য-সমাজের জ্বালা যন্ত্রণার বিরুদ্ধে তাহার বৈরাভাব ছিল অদম্য, অমোঘ। তাহার জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল যে, দুঃখ জীবনের শ্রেষ্ঠ ও অপরিত্যজ্য অংশবিশেষ নয়, দুঃখ মানব জীবনের ঘৃণার বিষয় এবং প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য হইতেছে, তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া, আর প্রত্যেক মানুষ সেই ঘৃণ্য দুঃখকে দূরে ঠেলিয়া দিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। লেনিনের এই সমস্ত ভাবধারা বিশেষ করিয়া আমার মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল যে, সে এক অতুলনীয় বিরাট্ পুরুষ।

লেনিনের সহিত মতভেদ (১৯১৭ খৃঃ)

১৯১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে লেনিনের সহিত আমার এমন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল যেমনটা আমি ইচ্ছা করি নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। লেনিন ছিল একজন রাজনীতিক। কৃষকের মৃতচাপে গুরুভারাক্রান্ত রাশিয়ার ন্যায় এরূপ বৃহৎ তরণীর কর্ণধারের মধ্যে যে শান্ত, স্থির, পূর্ণ, সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মধ্যে সেই পূর্ণ, সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রাজনীতির প্রতি আমার এক সহজাত বিতৃষ্ণা আছে, আর জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া, কৃষাণদের বিবেচনা শক্তিতে অল্পই বিশ্বাস আছে। সৃজনী কর্ম্ম শক্তিতে যে শক্তি (Force) বিরাজ করে, সুনিয়ন্ত্রিত ভাবধারা ব্যতীত বিবেচনা শক্তি (Reason) সেই শক্তির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। যতদিন না সমস্ত স্বতন্ত্রব্যক্তির স্বার্থ, সাধারণ স্বার্থে পরিণত হইতেছে, ততদিন জনসাধারণের মনে কোন ভাব থাকিতে পারে না।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জনসাধারণ সহজ সুন্দর জীবন লাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, আর এই প্রাণপাত চেষ্টা জনসাধারণের রক্ত মাংস হইতে হিংস্র রক্তপিপাসু লোভী পশুর সৃষ্টি করিতেছে। এই পশু, জনসাধারণকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, ইহারই রক্তে জীবন ধারণ করিতেছে।

[illegible] চলিবে, [illegible] জনসাধারণ ইহা উপ[illegible]

না করে যে, কেবলমাত্র একটি শক্তি আছে, যাহা তাহাদিগকে এই সমস্ত পশুর দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তিদান করিতে পারে, যতদিন তাহারা লেনিন প্রচারিত সত্যের মন্ত্রশক্তি উপলব্ধি না করে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় পদার্পণ করিবার পর, লেনিন যখন তাহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিল, আমি ভাবিলাম যে, সে এই প্রবন্ধরাজির সাহায্যে অল্পসংখ্যক, কিন্তু রাজনীতি বিদ্যায় সুশিক্ষিত, সাহসী কর্ম্মী ও সমগ্র রাশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খাঁটি বিদ্রোহভাবাপন্ন বীর পুরুষের দলকে রাশিয়ার চাষার কবলে উৎসর্গ করিতেছে। ভাবিলাম রাশিয়ার একমাত্র সক্রিয় কর্ম্মশক্তি গ্রামাজীবনের দুর্গম জলাভূমিতে এক-মুষ্টি লবণের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইবে—নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিবে না। রুশবাসীর মনে, জীবনে বা ইতিহাসে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটন না করিয়া ডুবিয়া যাইবে, দুর্গন্ধ জলাভূমি তাহাদের শুষিয়া লইবে। আমার মতে, সাধারণভাবে পেশাদার বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রকলাবিদ্ স্বভাবজাত বিদ্রোহী। আর এই ধনসাম্যবাদী বুদ্ধিজীবী ও কর্ম্মিদল রাশিয়ার সঞ্চিত অমূল্য শক্তি। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শক্তি-গ্রহণে সমর্থ, গ্রামাসংস্কারকার্য্যে উপযোগী আর কোন শক্তি দেখি নাই। কিন্তু এই শক্তি পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর, ভাববৈপরীত্যে দ্বৈধ হওয়া সত্ত্বেও, কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক পূর্ণ ঐক্যবশতঃ নিজভূমিকা সাফল্যের সহিত অভিনয় করিতে পারিত।

তাহাদের সম্মুখে ছিল বিরাট্ কর্ত্তব্য—বিশৃঙ্খল গ্রামের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করা, অসভ্য কৃষকের মনকে নিয়মাধীন করা, তাহাদিগকে চিন্তা করিয়া কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া, গার্হস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার করা ও এইভাবে দেশের উন্নতি স্থাপন করা। আর এই সমস্ত বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারা যাইবে একমাত্র পল্লীর সহজাত বুদ্ধিকে সহরের বিচার বুদ্ধির অধীন করিতে পারিলে।

আমার বিবেচনায়, বিদ্রোহের প্রথম স্তরের কাজ হইতেছে, সেই অবস্থার সৃষ্টি করা, যে অবস্থা হইতে দেশের সংস্কৃতি-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে ক্যাপ্রিতে কর্ম্মীদের জন্য এক বিদ্যালয় পরিচালনা করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিলাম। প্রতিক্রিয়ার বৎসরে, ১৯০৭ হইতে ১৯১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত, সম্ভবমত নানা উপায়ে নিরুৎসাহ শ্রমিকদিগকে উৎসাহিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ফেব্রুয়ারী রেভোলিউসনের অব্যবহিত পরে Positive Science এর উৎকর্ষ ও সম্প্রসারণের জন্য Free Association গঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের এক লক্ষ্য হইতেছে, রাশিয়ায় বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণাগার গঠন, ও অপর লক্ষ্য হইতেছে, শ্রমিকদিগের মধ্যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকলাজ্ঞানের ক্রমাগত প্রসার। উক্ত Association পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের দল, Academy of Science এর সভ্যগণ, ভি, এ ষ্টেকলভ, এল, এ, চুগেয়েভ (L. A. Tchugayev), অ্যাকাডে-

মিয়ান ফার্সম্যান, এস. পি. কোষ্টিচেভ, এ. এ. পেট্রোভস্কি ও আরো অনেকে। বহুচেষ্টায় অর্থ, উপকরণাদি সংগৃহীত হইল। এস. পি, কোষ্টিচেভ্ ইহার পূর্ব্ব হইতেই প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গবেষণাগারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনে ব্যস্ত ছিল।

আমার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে, আমি আরো বলিব যে, আমার সমগ্রজীবনে, সহরের উপর পল্লীর মূর্খতার বিষাদজনক প্রভাব, কৃষকসাধারণের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি অনুরাগ ও তাহাদের মধ্যে সামাজিক ভাবাবেগের (Social emotions) প্রায় সম্পূর্ণ অভাব, প্রবলভাবে আমার সমস্ত উৎসাহ দমাইয়া দিয়াছিল। গ্রামের চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা। যুদ্ধারম্ভে গ্রামের অবস্থা আরো সঙ্গীন ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ দুরূহ পরিস্থিতিতে আমার মতে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্র-কলাবিদ্ বুদ্ধিজীবীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ রাখিয়া, রাজনৈতিক জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত কর্ম্মিগণের সাহায্যই একমাত্র সম্ভবপর সমাধান। কৃষবিপ্লবে বুদ্ধিজীবীগণের অংশগ্রহণ-মূল্যের প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার সহিত বলশেভিকদের মতভেদ হইয়াছিল। আর যে সমস্ত বলশেভিক শত শত অশিক্ষিত কর্ম্মীকে সমষ্টিগত সাহসে (Social heroism) উৎসাহিত করিয়াছিল ও প্রকৃত মানসিক উৎকর্ষে শিক্ষিত করিয়াছিল, সেই সমস্ত বলশেভিক যে-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায় কর্তৃকই এই বিপ্লবের আয়োজন কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল।

আমার মনে হইয়াছিল, রুশীয় বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক ও পেশাদার বুদ্ধিজীবী, রাশিয়ার ভারী বোঝা বহন করিবার একমাত্র ভারবাহী পশু—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভারবাহী পশু। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, উৎসাহ, আবেগ ও অনুপ্রেরণার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া গেলেও, জনসাধারণের মানসিক শক্তি তখনও তাহাদের বাহিরের লোকের নেতৃত্বের প্রয়োজন বোধ করিত।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আমি এই রকমই মনে করিতাম—আমি ভ্রান্তধারণার বশীভূত ছিলাম। আমার স্মারকলিপির এই পাতাখানি ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত। কিন্তু ভ্লাডিমির ইলইচ প্রায়ই বলিত, "কলমে যাহা লেখা হ'য়েছে. কুঠারে তা কেটে ফেলতে পারা যায় না", আর "ভুল করেই আমরা শিখি।" পাঠক আমার ভুলের কথা জানিয়া রাখুক। যাহারা তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসিতে অভ্যস্ত, আমার ভুলের অভিজ্ঞতা তাহাদের যদি সতর্ক করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার ভুলের কাহিনীর কিছু সার্থকতা আছে। কতকগুলি বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক অত্যন্ত হীনভাবে ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা করিয়া অনেকগুলি হত্যাকাণ্ড-অভিনয়ের পর, বৈজ্ঞানিক ও পেশাদার যন্ত্রকলাবিদের সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় রহিল না। এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়—বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যে।

প্রকৃত জননায়কের কর্ত্তব্য অতিমানবের পক্ষেও দুষ্কর। কিয়ৎ-পরিমাণে অত্যাচারী নয়, এমন নেতা দুর্লভ। টমাস মস্তসার

(Thomas Munzer) অপেক্ষা লেনিনের নেতৃত্বাধীনে বোধ হয় অধিক লোক নিহত হইয়াছিল। লেনিনের মধ্যে নেতার অত্যাচার-গুণ না থাকিলে, লেনিন যে বিদ্রোহের নেতা ছিল, সেই বিদ্রোহ দমন ও প্রতিরোধ কার্য্য আরও সুবিস্তৃত ও প্রবলভাবে পরিচালিত হইত। অধিকন্তু আমরা যেন ইহাও অবশ্য বিবেচনা করি যে, সভ্যতার প্রসারের সহিত মানুষের জীবনের মূল্য স্পষ্টতঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান ইওরোপজগতে নব নব নরহত্যার উপায় উদ্ভাবন ও নরহত্যার প্রতি আসক্তি হইতেই, ইহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইবে।

যে নীতিবাগীশের দল, আজ রুষবিপ্লবের নৃশংসতার তীব্র সমালোচনা করিতেছে, অথচ গত চারি বৎসর কালব্যাপী, গ্লানিকর ইওরোপীয় যুদ্ধে নিহত মানবের প্রতি কোনরূপ করুণা প্রকাশ করে নাই, শুধু তাহাই নহে, অধিকন্তু সকলরূপ সম্ভবপর উপায়ে এই নারকীয় যুদ্ধের যাহাতে 'বিজয় সমাপ্তি' হয়, তাহার জন্য ইন্ধন জোগাইয়াছিল, আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, তাহারা আসিয়া সরল অকপটচিত্তে বলুক যে, এই সমস্ত নীতিবাগীশের ভণ্ডামীর কতখানি তাহারা অনুমোদন করে ও তাহাদের ভণ্ডামীর কথা শুনিয়া কতদূর বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। আজ সুসভ্য রাষ্ট্র সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত, হতশক্তি ও লুপ্তপ্রায়। আর হীন পেতি বুর্জ্জোয়া (Philistinism) ফিলিষ্টাইনবাদ (ফিলিষ্টাইনবাদ সব জাতির মধ্যেই আছে) তাহার স্থানে বিজয় কেতন উড়াইতেছে। ইহার ফাঁস হইতে

কাহারো নিষ্কৃতি নাই, কণ্ঠরোধ করিয়া সকলকে বধ করা হইতেছে।

লেনিনের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে ও অনেক কিছু লেখা হইয়াছে। মিথ্যা ও অপবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করার ন্যায় হাস্যোদ্দীপক, নির্ব্বোধের মত, কিছু করিবার আমার অভিপ্রায় নাই। আমি জানি, পেতি বুর্জ্জোয়া-রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যারটনা ও কুৎসাপ্রচার এক বৈধ প্রণালী,শত্রুকে আক্রমণ করিবার এক স্বাভাবিক উপায়। পৃথিবীতে এমন মহান্ ব্যক্তি দুর্ল্ভ, যাহার গাত্রে একটুও কর্দ্দম নিক্ষিপ্ত হয় নাই। একথা সবাই জানে। ইহা ছাড়া মানুষের প্রবৃত্তি হইতেছে কেবল মাত্র অসাধারণ বিরাট্ পুরুষকে সাধারণের পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করা, তাহাই নয়, তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে, তাহাকে মানুষের নিজ হাতে গড়া দৈনিক জীবনরূপ ঘৃণ্য পাঁকে ফেলিয়া পায়ের তলায় গড়াগড়ি করান।

নিম্নলিখিত অপ্রিয় ঘটনাটী আমার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পেট্রোগ্রাডে 'গ্রামাদরিদ্রের' এক কংগ্রেসের সম্মেলন হইয়াছিল। রাশিয়ার উত্তরে, গ্রাম হইতে কয়েক হাজার কৃষক আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে কয়েক শত রোমানভ্ রাজবংশের 'শীত প্রাসাদে' আশ্রয় পাইয়াছিল। কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হইলে সবাই নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইবার পর, প্রকাশ পাইল, কেবলমাত্র উক্ত প্রাসাদের স্নানাগার নয়, বহুসংখ্যক সমূহই

মহামূল্যবান্ সাক্সন ও প্রাচ্যদেশীয় বিচিত্র পাত্র মলমূত্র ত্যাগের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ রকম করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ উক্ত প্রাসাদে মলমূত্র ত্যাগের স্থান ভাল অবস্থাতেই ছিল ও জল সরবরাহের সুব্যবস্থা ছিল। না, কখনই তাহারা প্রয়োজনের বশে এরূপ করে নাই।* এই অসভ্যতা সুন্দরকে কলঙ্কিত ও বিকৃত করিবার অভিপ্রায়ের পরিচায়ক। সুন্দরকে চূর্ণবিচূর্ণ, বিকৃত, হাস্যাস্পদ ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার যে কি হিংস্র প্রবৃত্তি মানুষের মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে তাহার শত শত প্রমাণ আমি পাইয়াছিলাম দুইটী বিপ্লবে ও একটী যুদ্ধে। কেহ যেন মনে না করে, কৃষক-দিগের প্রতি সন্দিগ্ধভাব থাকার দরুণ, আমি গ্রাম্য দরিদ্র ব্যক্তিগণের এই আচরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। বস্তুতঃ তা নয়।

অতুলনীয় সুন্দর পদার্থকে বিকৃত করিবার ঈর্ষ্যাপরায়ণ আকাঙ্ক্ষা ও এক অতুলনীয় বিরাট পুরুষের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিবার কুৎসিত ইচ্ছা মুখ্যতঃ একই। যাহা কিছু অসাধারণ, মানুষ যে ভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, তাহা হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। মানুষের যদি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা তাহাদের সামাজিক অভ্যাসের মধ্যে কোন রকম মৌলিক পরিবর্ত্তন নয়, তাহা হইতেছে অতিরিক্ত অভ্যাস অর্জ্জন। অধিকাংশের বিলাপ ও অভিযোগের সারাংশ হইতেছে "আমাদের অভ্যস্ত জীবনপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ ক'রো না।"

সবার চেয়ে লেনিনই জানিত কি ভাবে তাহাদিগকে তাহাদের অভ্যস্ত প্রণালীতে জীবন অতিবাহিত করা হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়। তাহার প্রতি বুর্জ্জোয়া জগতের ঘৃণা নগ্ন ও উন্মুক্ত ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। যদিচ বিরক্তিকর, তথাপি এই ঘৃণা আমাদিগকে জানাইতেছে প্রোলেটারিয়েটের উৎসাহদাতা ও নেতা ভ্লাডিমির লেনিন বিশ্বের বুর্জ্জোয়াদের চক্ষে কিরূপ বিরাট্ ও ভয়াবহ।

[illegible] দেশ আ[illegible] [illegible] তাহার বাণী সর্ব্ব[illegible]

[illegible]

[illegible]

চালা[illegible]

"সত্যের পূর্ণগঠিত-মূর্ত্তি"

তাহার মধ্যে বাঁচিবার সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত ইচ্ছা ও জীবনের ঘৃণ্য পদার্থের প্রতি সকারী ঘৃণা আমাকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সে যাহা কিছু করিত, সবের মধ্যে এক যৌবনোচিত উৎসাহের সঞ্চার করিত। আর তাহার এই যৌবনোচিত

উৎসাহ আমি ভালবাসিতাম। তাহার গতিবিধি ছিল ধীর ও ক্ষীপ্র। তাহার দুর্লভ অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গীর সহিত তাহার বক্তৃতার সম্পূর্ণ মিল ছিল—আর তাহার বক্তৃতায় কথা ছিল অল্প, কিন্তু ভাবপূর্ণ। তাহার ঈষৎ মঙ্গোলীয় মুখমণ্ডলে জীবনের মিথ্যা ও দুঃখের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অক্লান্ত যোদ্ধার তীক্ষ্ণ চক্ষু জ্বল জ্বল করিত, দীপ্ত হইত—কখনো জ্বল জ্বল করিত, প্রজ্জ্বলিত হইত, কখনো শ্লেষব্যঞ্জক হাসি হাসিত, আবার কখনো ক্রোধে ধক্ ধক্ করিত। তাহার চোখের প্রভা তাহার কথাকে আরো উজ্জ্বল, আরো দীপ্ত করিয়া ধরিত। কখনো কখনো মনে হইত যেন, তাহার আত্মার অদম্য শক্তি অগ্নিকণারূপে চোখের মধ্য দিয়া উড়িয়া আসিয়াছে, আর ইহার সহিত তাহার কথা শূন্যে প্রভা বিকীর্ণ করিতে করিতে দোল খাইতেছে। তাহার কথায় লোকের মনে এই ধারণা জন্মাইত যেন তাহার কথাগুলি এক দুর্ণিবার সত্যের দৈহিক বেগের অভিব্যক্তি।

দীর্ঘ এক টেবিল, টেবিলের একপ্রান্তে বসিয়া অভিজ্ঞ ও নিপুণভাবে লেনিন কমরেডগণকে তাহাদের কার্য্যে চালনা করিতেছে, কর্ণধারের ন্যায় তাহার সূক্ষ্ম সতর্ক চোখ দুইটী হাসিতেছে, আনন্দে জ্বল জ্বল করিতেছে; বা সত্যপিপাসু উদ্গ্রীব জনতার সম্মুখে, এক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া মাথাটী পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিয়া স্তব্ধ জনতার মধ্যে লেনিন সুস্পষ্ট বাক্য বর্ষণ করিতেছে—এই সব ছবির সহিত আমা-

দের এরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল যে, গর্কি নামক গ্রামের পার্কে লেনিনকে দেখিলে এক অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত বিষয় বলিয়া বোধ হইত।

তাহার কথাগুলি ইস্পাতের ক্ষুরের শীতল ঔজ্জ্বল্যের ছবি আমার মনে জাগাইয়া দেয়। তাহার এই অদ্ভুত সরলতাপূর্ণ কথা হইতে সত্যের পূর্ণগঠিত মূর্ত্তির আবির্ভাব হইত।

লেনিন স্বভাবতঃ দুঃসাহসিক, কিন্তু তাহার দুঃসাহিসকতা অর্থপিপাসু জুয়াড়ীর মত নহে। লেনিনচরিত্রে সেই রকম অসাধারণ নৈতিক সাহস প্রকাশ পাইত, যে রকমটী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যে, আপনার বৃত্তির উপর যাহার অকম্পিত বিশ্বাস, বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে যাহার দৃষ্টি গভীর ও পরিপূর্ণ, বিশ্বের শৃঙ্খলাহীন রঙ্গজগতের নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণে যাহার পূর্ণ অনুভূতি আর সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শত্রুর ভূমিকা গ্রহণে যাহার ইচ্ছা আন্তরিক।

সে সমুৎসাহে দাবা খেলিত, পোষাকের ইতিহাস পড়িত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কমরেডগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করিত, মাছ ধরিত, দক্ষিণ সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পুড়িতে পুড়িতে ক্যাপ্রির পাথরবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়া ভ্রমণে বাহির হইত, কণ্টকারী গুল্মের সোণার বরণের দিকে, জেলেদের কালো কালো মোটা মোটা ছেলেমেয়েদের পানে তাকাইয়া নয়ন তৃপ্ত করিত। সন্ধ্যাকালে রাশিয়া ও পল্লীর গল্প শুনিত। গল্পশেষে

ঈর্ষ্যান্বিতভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিত "রাশিয়ার কি-ই বা জানি—সিমবারস্ক, ক্যাজান, পিটার্সবুর্গ, সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন—এই পর্য্যন্ত।"

সে কৌতুক ভালবাসিত। যখন হাসিত প্রাণ খুলিয়া সারা দেহ ও অন্তর দিয়া হাসিত। হাসিতে হাসিতে অভিভূত হইয়া পড়িত, অনেক সময় হাসিতে হাসিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাঁদিয়া ফেলিত হাসিতে থাকিত। তাহার ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হুঁ হুঁ শব্দোচ্চারণটী অসংখ্য রূপে রূপায়িত হইত—তীক্ষ্ণ শ্লেষ হইতে আরম্ভ করিয়া অস্বীকারোক্তি সংশয় পর্য্যন্ত। জীবনের অজ্ঞতার মধ্য দিয়া যাহার দৃষ্টি যায় সুস্পষ্ট, সেইরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ কৌতুকপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, লেনিনের হুঁ হুঁ শব্দের মধ্যে সেই কৌতুকের সুর শোনা যাইত।

লেনিন ছিল সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। মাথাটী সক্রেটিসের মত, আর চোখ দুইটী ছিল তীক্ষ্ণ। সে প্রায় একটী অস্বাভাবিক, বরং হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী করিত—মাথাটীকে পশ্চাদ্দিকে কোনরূপে কাঁধের উপর হেলাইয়া দিত, বাহুমূলের নীচে ওয়েষ্টকোটের হাতার ছিদ্রে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিত। এই ভঙ্গিমার মধ্যে একটা বেশ সুমিষ্ট মজার ভাব ছিল, যার কতকটা দেখিতে পাওয়া যায় লড়ায়ে বিজয়ী মোরগের মধ্যে। এই সময়ে এই অভিশপ্ত জগতের এই বয়োপ্রাপ্ত শিশুটী, মনুষ্য সমাজের এই বিরাট্ পুরুষটী, যাহাকে ভালবাসার উপলব্ধির জন্য শত্রুতা ও ঘৃণার

বেদীতে আত্মবলি দিতে হইয়াছিল, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে

[১৯১৮ খৃষ্টাব্দে লেনিন এক কারখানার শ্রমিক সভায় বক্তৃতা দিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় ডোরা কাপলান নামক এক সোসিয়ালিষ্ট বিপ্লবী লেনিনের জীবন গ্রহণ করিবার জন্য লেনিনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। ভাগ্যক্রমে আততায়ীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।]

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে লেনিনের জীবন লক্ষ্য করিয়া আততায়ীর এই শেষ হীন আক্রমণের পূর্ব্বে রাশিয়ায় আমার সহিত লেনিনের সাক্ষাৎ হয় নাই, বা দূর থেকে আমি তাহাকে দেখি নাই। বন্দুকের গুলি গ্রীবা ভেদ করিয়া ছুটিয়াছিল। যখন আমি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখনও সে তাহার হস্ত সঞ্চালন করিতে পারিত না, গ্রীবা নাড়িতে পারিত না। আমি এই হীন আক্রমনের উল্লেখ করিয়া রাগ প্রকাশ করিলে, ক্লান্তিকর বিষয়ের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করার ন্যায়, সে উত্তর করিল, "কেবল মারামারি ঝগড়াঝগড়ি। কিছু করা যাবে না। যে যেমন বোঝে তেমনি চলে।"

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আমরা মিলিত হইলাম। কিন্তু একথা ঠিক, প্রিয় ইলইচের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অনুকম্পা স্পষ্ট-

ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর তাহার কারণ তাহার অতি প্রিয় আমি, সেই আমিও, ভুল পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

কয়েক মুহূর্ত্তপরে উত্তেজিতভাবে সে বলিল, "যে আমাদের দলছাড়া সে আমাদের বিরুদ্ধে। কালের যাত্রা সম্বন্ধে উদাসীন মানুষ—ও একটা খামখেয়ালী। ধরে নিলুম এ রকম লোক এক সময় ছিল, কিন্তু এখন তা নেই, থাকতে পারে না। তারা কারো উপকারে আসে না। বাস্তব আজ আরো জটিল, আরো সমস্যাময়। এই বাস্তবের ঘূর্ণীতে, সবাই—প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঘুরপাক খাচ্ছে।. তুমি বল না আমি অতিরিক্ত মাত্রায় জীবনটাকে সরল করে তুলছি, আর এই সরলীকরণ সংস্কৃতিকে ধ্বংসের ভয় দেখাচ্ছে?"

তারপর সেই শ্লেষব্যঞ্জক বিশেষত্বপূর্ণ "হুঁ, হুঁ।"

তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঝল্‌সিয়া উঠিল সে নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, রাইফেল হাতে লক্ষ লক্ষ চাষা তোমার মতে কি সংস্কৃতির বিভীষিকা নয়? কি বল? তুমি মনে করো Constituent Assembly এই বিশৃঙ্খলতার সহিত যুদ্ধ করতে পারতো? দেশের বিশৃঙ্খলতা দেখে গোলমাল করছ যে তোমরা, সেই তোমরাই সবার চেয়ে ভাল ক'রে বুঝতে পারবে আমাদের সমস্যা কি? রাশিয়ার জনসাধারণ বুঝতে পারে, এমন কিছু তাদের সামনে আমাদের ধরতে হবে। সোভিয়েট ও কমুনিজ্‌ম সোজা জিনিষ।"

"কি বল্‌লে? শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীর মিলন? বেশ, সে মন্দ

নয়। বুদ্ধিজীবীদের বলগে. তারা আমাদের দলে আসুক। তোমার মতে তারা ন্যায়ের প্রকৃত দাস। তা'হলে আর কি? ভালই তো, আমাদের দলে তারা আসুক। দেশের লোককে নিজের পায়ে দাঁড় করানো, সমস্ত জগতকে জীবন সম্বন্ধে সত্য কথা বল্বার বিরাট্ কার্য্যের ভার যারা গ্রহণ করেছে, সে তো আমরাই—আমরাই দেশের লোককে মনুষ্য জীবনের সোজা পথ নির্দ্দেশ করে দিচ্ছি,—দাসত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, হীনতার মধ্য দিয়ে, দাসত্ব হীনতাকে পশ্চাতে রেখে, যে পথ সামনে চলে গেছে, সেই পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। পরে বলিল, "এই জন্যই তো বুদ্ধিজীবীর হাতে বুলেট (গুলি) উপহার পেয়েছি।" তাহার কথার মধ্যে বিরক্তির কোন চিহ্ন ছিল না।

আমাদের কথোপকথনের উত্তাপ যখন কমবেশ স্বাভাবিক অবস্থায় নামিল, বিরক্তি ও দুঃখের সহিত সে বলিল, "তুমি কি মনে কর, বুদ্ধিজীবীদের আমাদের দরকার, এই নিয়ে আমি ঝগড়া করি? কিন্তু তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, কি রকম প্রতিকূল তাদের ভাব, কালের প্রয়োজন সম্বন্ধে তারা কি রকম ভুল বোঝে? আর তারা বুঝে দেখে না, আমরা না থাকলে তারা কি রকম শক্তিহীন, জনসাধারণের নিকট পৌঁছিতে কি রকম অক্ষম। আমরা যদি অনেকগুলি মাথা ভাঙ্গি তার জন্য দোষী তারা।"

যখন আমরা মিলিত হইতাম, তখন প্রায় সব সময়েই

আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিতাম। যদিচ সে যাহা বলিত, তাহা বুদ্ধিজীবীর প্রতি তাহার মনোভাব, অবিশ্বাস ও প্রতিকূলতার পরিচয় দিত, প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিজীবীর কর্ম্মশক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সে সব সময় যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিত। আর বোধ হয়. সে এ বিষয়ে একমত যে, মূলতঃ বিপ্লব হইতেছে সেই শক্তির অকস্মাৎ বিস্ফোরণ, যে শক্তি স্বাভাবিক, সহজ, সরল অবস্থায় বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না, অধিকন্তু স্বাভাবিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

একদিনের কথা স্মরণ হইতেছে। আমি ছিলাম আর লেনিন ও Academy of Science এর তিনজন সভা উপস্থিত ছিল। কথাবার্ত্তা হইতেছিল পেট্রোগ্রাডে অন্যতম সর্ব্বোচ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠাগার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে। তাহারা বিদায় লইলে লেনিন সন্তোষের সহিত বলিল, "এখন ভালই হ'ল। এরা চতুর লোক। এদের নিকট সবই সোজা, সবই কঠোর নিয়মাবদ্ধ। এখুনি দেখলে তো, এসব লোক ঠিক কি চায় তা জানে। এদের সঙ্গে কাজ করাটাই এক আনন্দের বিষয়। বিশেষ করে, 'আমি এস্ (S) কে পচ্ছন্দ করি"—এই বলিয়া সে রাশিয়ার বিজ্ঞান জগতের এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের নাম করিল। একদিন পরেই সে টেলিফোনে আমায় বলিল, "এস্" কে (S) জিজ্ঞাসা কর, আমাদের দলে আসবে কি না ও আমাদের সঙ্গে এক-

যোগে কাজ করবে কি না। এস্ যখন তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল, সে আন্তরিক আনন্দানুভব করিয়াছিল। আনন্দে হাতের মধ্যে হাত দিয়া ঘর্ষণ করিতে করিতে কৌতুকের সহিত বলিল, "একে একে রাশিয়া ও ইউরোপের সমস্ত আরকিমিডিসকে (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিককে) আমাদের দলে টেনে আনবো। তারপর, তারপর প্রয়োজন থাক, আর নাই থাক, জগতকে পরিবর্ত্তিত হ'তে হবেই!"

পার্টির অষ্টম কংগ্রেস সম্মেলনে (১৯১৯ খৃষ্টাব্দে) এন, আই, বুখারিণ অপরাপর বিষয়ের মধ্যে বলিয়াছিল: "বুর্জ্জোয়া ও প্রোলেটেরিয়াট এই দুই লইয়া রাষ্ট্রজাতি (Nation)। কতকগুলি ঘৃণ্য বুর্জ্জোয়ার আত্ম-অভিনিবেশের অধিকার স্বীকার করা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজন।"

প্রতিবাদ করিয়া লেনিন বলিয়াছিল, "ক্ষমা করো, তা নয়। নিশ্চয় ইহা অবান্তর ও নিরর্থক নয়। বুর্জ্জোয়ার পক্ষ হইতে তুমি প্রোলেটেরিয়েটের বৈষম্য প্রক্রিয়ার নিকট আবেদন করছ। কিন্তু অপেক্ষা কর, দেখ ফল কি রকম দাঁড়ায়। তারপর জার্ম্মাণীর উদাহরণ, বৈষম্য প্রক্রিয়া যে মন্দ গতিতে ও দুরূহভাবে বিকশিত হয়, তাহা দেখাইয়া, বলপ্রয়োগে যে তাহারা কখনো কমুনিজমের বৃক্ষ রোপন করিতে কৃতকার্য্য হইবে না, এই ঘোষণা করিয়া, শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে, সেনা বিভাগে, সমবায় আন্দোলনে, বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিতে লাগিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সরকারী

মুখপত্র Izvestia হইতে, কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়ের এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"আগামী অধিবেশনে স্পষ্টরূপে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। বুর্জ্জোয়া বিজ্ঞান ও টেক্‌নিকের সাহায্যে যখন ইহা জনসাধারণের নিকট আরো সুগম্য হইবে, তখনই কেবল আমরা কমুনিজ্‌ম্ গড়িয়া তুলিতে পারিব। এইজন্য প্রয়োজন হইতেছে, বুর্জ্জোয়াদের হাত হইতে যন্ত্র উপকরণাদি ছিনাইয়া লওয়া ও এই সম্পর্কে কাজ করাতে বিশেষজ্ঞদিগকে আকৃষ্ট করা। বুর্জ্জোয়া বিশেষজ্ঞ ব্যতীত দেশের ফলোৎপাদন শক্তি বাড়ান অসম্ভব। শ্রমিকনিয়োগী ও কমুনিষ্ট কর্ত্তৃক তাহাদের চারিদিকে এক বন্ধুসুলভ সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে, যেন তাহারা ছাড়িয়া যাইতে না পারে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের শাসনাধীন অবস্থা অপেক্ষা আরো সুন্দররূপে কাজ করিবার সুবিধা তাহাদিগকে দিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে বুর্জ্জোয়ার নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই স্তর কাজ করিবে না। কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা এই সমস্ত স্তরকে কাজ করানো অসম্ভব।

"বুর্জ্জোয়া বিশেষজ্ঞরা সংস্কৃতি-কার্য্য করিতে অভ্যস্ত। বুর্জ্জোয়া শাসনকালে এই কাজ তাহারা করিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ বিপুল প্রয়োজনীয় কাজ ও গঠন কার্য্যের দ্বারা তাহারা বুর্জ্জোয়াকে অর্থশালী করিয়া তুলিয়াছে, আর এই অর্থের এক যৎসামান্য

অংশ প্রোলেটেরিয়াটকে দিয়াছে। এ সত্ত্বেও, তাহারা সংস্কৃতির কার্য্য আগাইয়া আনিয়াছে। এই তাহাদের পেশা। যতই তাহারা দেখিবে, কর্ম্মিগণ যে কেবলমাত্র সংস্কৃতিকে মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে তা নয়, উপরন্তু জনসাধারণের ভিতরে যাহাতে ইহার প্রসার হয়, তাহার সহায়তা করে, ততই আমাদের প্রতি তাহাদের মনোভাব তাহারা বদলাইবে। তারপর কেবলমাত্র রাজনীতির দিক হইতে বুর্জ্জোয়া হইতে বিভক্ত হইবে যে, তা নয়, ব্যবহারের দ্বারা নৈতিকবলে তাহাদিগকে আমাদের দলে টানিয়া আনিতে হইবে।

'আমরা অবশ্য আমাদের যন্ত্র উপকরণাদির দ্বারা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিব এবং তাহার জন্য অবশ্য স্বার্থ বলি দিতে প্রস্তুত থাকিব। বিশেষজ্ঞের সহিত আচরণ সম্বন্ধে আমরা অবশ্য হীন বিরক্তিকর রীতির অনুসরণ করিব না। আমরা অবশ্য তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থার উপায় করিয়া দিব। এই হইবে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মপদ্ধতি। গতকল্য যদি আমরা পেতি বুর্জ্জোয়া দলগুলিকে আইনতঃ বৈধ করিবার কথা কহিয়া থাকি, আর আজ মেনশেভিকদিগকে ও লেফট্ সোসিয়ালিষ্ট বিপ্লবী দলভুক্ত সভ্যবৃন্দকে বন্দী করি, তাহা হইলে একটা সরলরেখা এই পরিবর্ত্তনশীল পদ্ধতির বক্ষঃভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে —আর এই পদ্ধতি হইতেছে বিরুদ্ধ-বিপ্লবের আমূল উৎপাটন ও বুর্জ্জোয়াদর সংস্কৃতি সাধক যন্ত্রাদি প্রাপ্তি।"

পেতি বুর্জ্জোয়া "বিশ্বজনীনতার" হীন ভণ্ডামীর সমস্ত ক্রন্দনা-

রোল অপেক্ষা এক বৃহৎ নীতির এই সুন্দর অভিভাষনে অধিক বাস্তবতা ও প্রাণ আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতায় সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আবেদনবাণী যাহাদের অনুধাবন করা ও সম্যক্ উপলব্ধি করা উচিত ছিল, তাহাদের অনেকে তাহা বুঝে নাই বা তাহার তারিফ করে নাই। তাহারা হীন বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি বাছিয়া লইয়াছে। দাসব্যবসায় উঠিয়া যাওয়ার পরও বহু অর্দ্ধ গোলাম গৃহবাসী কৃষক, প্রকৃতিগত দাস, সেই আস্তাবলে তাহাদের প্রভুর ক্রীতদাস হইয়া রহিল, অথচ এইখানে তাহাদের প্রভু মহাশয়েরা তাহাদের বেত্রাঘাত করিত!

বিপ্লবী কৌশল

বিপ্লবী জীবন ও বিপ্লবী কৌশলের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে আমি প্রায় লেনিনের সহিত কথা কহিতাম।

ক্রোধে ও বিস্ময়ে সে বলিত, "তুমি কি করতে বল? এ রকম অভূতপূর্ব্ব নৃশংস জীবনমরণ সংঘর্ষণে মনুষ্যোচিত কারুণ্য প্রদর্শন করা সম্ভব? কোমলতা, বদান্যতা প্রকাশ করবার একটুও স্থান আছে কি? সমগ্র ইওরোপ আমাদের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, ইওরোপের প্রোলেটেরিয়াটের সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, চারদিক থেকে ভাল্লুকের ন্যায় গুঁড়ি-মেরে বিরুদ্ধ-বিপ্লব আসছে। এ রকম অবস্থায় তুমি কি বলতে চাও? আমরা ঠিক করছি না? আমাদের সংঘর্ষণ করা,

প্রতিরোধ করা উচিত নয়? মনে রেখো আমরা নির্ব্বোধের দল নয়। আমরা জানি, আমরা যা চাই, আমাদেরই নিজের চেষ্টায় তা পেতে হবে। তুমি কি মনে কর, এ ছাড়া অন্য উপায় আছে, এ বিশ্বাস আমার মনে কেউ উৎপাদন করতে পারলে, আমি এখানে চুপ করে বসে থাকি?"

উত্তেজিত আলোচনার পর, সে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যুদ্ধে কোন আঘাতটী প্রয়োজনীয়, কোনটী অতিরিক্ত নিষ্প্রয়োজন, বিচার করবার তোমার মানদণ্ড কি?" এই সকল প্রশ্নের কেবল এক অস্পষ্ট কবিত্বপূর্ণ উত্তর দিতে পারিয়াছিলাম। আমার মনে হয়, ইহা ব্যতীত অন্য উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি প্রায় লেনিনকে নানারূপ অনুরোধে অভিভূত করিতাম ও আমি প্রায় অনুভব করিতাম, বহুলোকের কাজে ব্যাগার খাটিয়া মরিতাম বলিয়া, লেনিন আমার পানে করুণাদৃষ্টিতে তাকাইত। সে বলিত, "তোমার কি মনে হয় না, কতকগুলো বাজে কাজে তুমি তোমার কর্ম্মশক্তির অপচয় করছো?"

কিন্তু যাহা করা উচিত বলিয়া মনে করিতাম, আমি করিয়া যাইতাম। প্রোলেটেরিয়াটের শত্রুদিগকে যে জানিত, সে যখন ক্রুদ্ধজিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইত, আমি আমার অভীষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরত হইতাম না। অভিভূতের ন্যায় সে মস্তক সঞ্চালন করিত ও বলিত, "কমরেড ও শ্রমিকদের চক্ষে তুমি নিজেকে ভুল বোঝাচ্ছ।"

আমি বলিলাম, প্রায় অধিকাংশ সময় কমরেড ও শ্রমিকগণ

ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলে মূল্যবান্ ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করে। আর আমার মতে, ইহা যে কেবল মাত্র এই পর্ব্বত প্রমাণ, নিরর্থক নিষ্ঠুরতার দ্বারা বিপ্লবের সৎ ও কঠোর কার্য্যকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে তা নয়, পরন্তু এই নিষ্ঠুর কার্য্য নির্ম্মম ও কার্য্যপ্রণালী হিসাবে অন্যায়, কারণ ইহা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে।

অবিশ্বাসের সহিত লেনিন 'হুঁ হুঁ' করিল। তারপর বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই রকম অনেক উদাহরণ আমায় দেখাইল।

সে বলিল, "আমাদের মধ্যে অনেকে দলত্যাগ করে, শত্রুপক্ষে যোগদান করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে—ভীরুতাবশতঃ নয়, আত্মশ্রদ্ধা বশতঃ। শত্রুপক্ষে যোগদান করে—কারণ তারা ভয় পায়, যদি কোন বিরক্তিকর বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে। তাদের ভয়, বাস্তবের সহিত সংঘর্ষণে তাদের প্রিয় মতবাদ বুঝি ম্লান হয়ে যাবে। আমাদের সে রকম কোন ভয় নাই। আমাদের নিকট কোন মতবাদ প্রিয় ও পবিত্র নয়, আমাদের নিকট সবই কার্য্যসাধক নিমিত্ত মাত্র।

এমন কোন সময় আমার মনে পড়ে না যখন আমার কোন অনুরোধ লেনিন রাখে নাই। যদিচ আমার সমস্ত অনুরোধ সব সময় পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে দোষ তাহার নয়; দোষ সেই শাসন যন্ত্রের, যে কদাকার দানব রাশিয়ার শাসন যন্ত্রের মধ্যে বিরাজ করিত। আর যদি আমরা ধরিয়া লই, তাহা হইলে

দোষ হইতেছে মূল্যবান্ জীবনের দুঃখ লাঘব করিবার বা মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার এক হিংস্র অনিচ্ছা। স্বেচ্ছাকৃত অপকার শত্রুবিশেষ, বৈরাগ্যযুক্ত হইলেও ধূর্ত্ততাপূর্ণ,—সম্ভবতঃ এরূপ বহুস্থানেই আছে। প্রতিহিংসা ও ঈর্ষ্যা প্রায়ই নিশ্চেষ্টতার বলে বলীয়ান্ হইয়া কার্য্যকরী হয়, এবং বাস্তবিকই রুগ্ন-মনবিশিষ্ট বহু ক্ষুদ্র মানুষ আছে, যাহারা প্রতিবেশীদের দুঃখ কষ্টের চিন্তায় আনন্দ উপভোগ করে ও সেই আনন্দের জন্য রোগীর ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত হয়।

একদিন সে হাসিতে হাসিতে আমাকে একখানি 'তার' দেখাইল। "ওরা আবার আমায় বন্দী করেছে। ওদের বল আমায় ছেড়ে দিতে।" সাক্ষর—আইভান ভল্নি।

"আমি তার বই পড়েছি। আমার খুব ভাল লাগতো তার বই। প্রথম পাঁচটী কথা পড়েই আমি বুঝেছিলুম—হ্যাঁ, এই একজন মানুষ যে বোঝে ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী, যে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত পেলে ক্রুদ্ধ হয় না, রোষ প্রকাশ করে না। বোধ হয়, এই বার নিয়ে তিনবার হ'ল সে বন্দী হয়েছে। তুমি বরং তাকে বুঝিয়ে বল, সে গ্রাম ছেড়ে যাক, তা না হ'লে, তারা তাকে হত্যা করতে পারে। বোঝা যাচ্ছে, তারা তাকে খুব ভালবাসে না। তাকে 'তারে' এই সংবাদটী জানিও।"

যাহাদিগকে সে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহাদিগকে তাহার সাহায্য করিবার তৎপরতা দেখিয়া আমি প্রায় বিস্ময়াভিভূত হইতাম। আর এই তৎপরতা কেবলমাত্র বর্ত্তমানে

সাহায্য করা নয়। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিয়া সে চিন্তিত হইত। উদাহরণ স্বরূপ—এক সেনাপতি বৈজ্ঞানিক রাসায়নিককে মৃত্যুভয় দেখান হইয়াছিল। মনোযোগ সহকারে আমার কাহিনী শ্রবণ করিয়া লেনিন 'হুঁ' 'হুঁ' শব্দ করিল। তারপর বলিল, "তা'হ'লে তুমি মনে কর, সে জানতো না, তার ছেলেরা রসায়নাগারে আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে? কতকটা অস্বাভাবিক ঠেক্‌ছে। এই রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য আমরা অবশ্য জার্জিন্‌স্কির উপর ভার দিব। তার এক সত্যানুসন্ধানী সহজাত শক্তি আছে।"

কয়েকদিন পরে পেট্রোগ্রাডে সে আমায় টেলিফোন-যোগে বলিল, "আমরা তোমার সেনাপতি মহাশয়কে ছেড়ে দিচ্ছি। আমার বোধ হয়, এর আগেই তা'কে কারামুক্ত করা হয়েছে। এখন তোমার সেনাপতি মহাশয় কি করতে চায়?"

"হোমোইমালসান" (Homoemulsion)

"হ্যাঁ, হাঁ—কার্ব্বলিক অ্যাসিড। আচ্ছা, সে তার কার্ব্বলিক ফোটাক। তার যদি কোন প্রয়োজন থাকে, আমায় জানিও।"

লেনিন মানুষের প্রাণরক্ষা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে ভালবাসিত না; সেইজন্য সেই আনন্দ গোপন করিবার জন্য, সে শ্লেষবিজড়িতস্বরে কথা বলিয়াছিল। কয়েকদিন পরে পুনরায় সে আমায় বলিয়াছিল, "ওহে, সেনাপতি মহাশয়ের চলছে কেমন? সব ঠিক-ঠাক ত?"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পেট্রোগ্রাডের রন্ধনাগারে এক পরমাসুন্দরী

রমনীর আবির্ভাব হইয়াছিল। সে আসিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "আমি রাজকুমারী 'টী'। আমার কুকুরের জন্য একটা হাড় দাও।"

একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, রাজকুমারী 'টী' অবনতি ও ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া নেভার জলে ডুবিয়া মরিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু কথিত আছে, তাহার চারিটী কুকুর আপনা হইতে রাজকুমারীর কষ্টদায়ক সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল, চীৎকার ও মানসিক দুঃখ প্রকাশের দ্বারা তাহাকে আত্মহত্যার সঙ্কল্প হইতে বিরত করিয়াছিল। আমি এই গল্পটী লেনিনের নিকট বিবৃত করিলাম। বক্রদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, পরে চক্ষু দুইটী আবৃত করিয়া, বিষণ্ণস্বরে লেনিন বলিল, "গল্পটা বানানো হ'লেও ভাবটা মন্দ নয়। বিপ্লবের এক ব্যঙ্গচিত্র।"

কিয়ৎক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। তারপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, টেবিলের উপর কাগজপত্রাদি পর পর সাজাইয়া রাখিয়া. চিন্তিতভাবে বলিল, "হ্যাঁ, এই সব লোক আজ মহা-বিপদাপন্ন। ইতিহাস নিষ্ঠুর বিমাতা। প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ ক'রলে, আর থামে না। এর আর কি বলবার আছে? এই সমস্ত লোকের পক্ষেই খারাপ। তাদের মধ্যে যারা চতুর, বেশ বুঝতে পেরেছে, শিকড়শুদ্ধ তাদের টান পড়েছে। তাদের মূল ছিন্ন হয়েছে, বাড়বার আর কোন উপায় নাই। পুনরায় ইওরোপে বীজ ছড়ালেও তারা সন্তুষ্ট হবে না। তোমার কি মনে হয় না, তারাও এর মূলচ্ছেদ করবে? কি বল?"

"আমার মনে হয় না, তারা করবে।"

"তার অর্থ এই যে, হয় তারা আমাদের পথে চলবে, আর না হয় আমাদের পথে বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াবার চেষ্টা করবে।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সমস্ত লোকের প্রতি তুমি করুণাপরবশ, এ কি কেবল আমার ধারণা—না সত্য ?"

প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "চতুর বুদ্ধিমান লোকদের জন্য আমি দুঃখিত। আমাদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা অধিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা মেধাবী, কিন্তু মনের দিক থেকে অলস।" যে সমস্ত কমরেড, শ্রেণীদর্শনবাদ অতিক্রম করিয়া বলশেভিক-দিগের সহিত একযোগে কাজ করিতেছিল, তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া, সে তাহাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক আগ্রহের সহিত কথা বলিতে লাগিল।

লেনিনের গুণাবলী

অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন লেনিন উচ্চতম পরিমাণে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও শক্তির অধিকারী ছিল। তাহার আত্মসংযম প্রায়শঃ আত্মনিগ্রহ ও আত্মচ্ছেদের চরম আকার প্রাপ্ত হইয়া লিওনেদ্ আঁ্যান্দ্রিয়েভ বর্ণিত এক নায়কের, সুন্দরকে বিসর্জ্জন দিয়া, যুক্তির আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় দাঁড়াইত—"আর আর সবাই কঠোর জীবন যাপন করছে, সুতরাং আমাকেও তাই করতে হবে।"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কঠোর দুর্ভিক্ষের বৎসরে, প্রদেশ হইতে

কমরেড সৈনিক ও কৃষকগণ যে খাদ্য পাঠাইত, তাহা আহার করিতে লেনিন লজ্জানুভব করিত। যখন তাহার নিরানন্দময় ফ্লাটে খাদ্যের মোড়ক আসিত, সে ভ্রূকুটী করিত, অস্বস্তি বোধ করিত—ও তাড়াতাড়ি পীড়িত কমরেডকে বা যাহারা খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে ময়দা, চিনি, মাখন দিতে অগ্রসর হইত।

একবার, যখন সে আমায় তাহার সহিত আহার করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, "আজ আমি তোমায় শুঁটকী মাছ খেতে দিব—অ্যাষ্ট্রাকান থেকে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।" সোক্রেটীসতুল্য কপোলটী কুঞ্চিত করিয়া, তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার দিক হইতে অপসারিত করিয়া, সে বলিতে লাগিল, "আমি যেন এক মস্ত বড় লোক, তারা এমনি জিনিষ পাঠায়। কি ক'রে নিষেধ করি বলোতো? যদি তুমি ফিরিয়ে দাও, গ্রহণ না কর, অন্তরে আঘাত পাবে। আর আমার চারদিকে সবাই ক্ষুধার্ত্ত।"

সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত খেয়ালবিহীন, তামাক ও মদের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত, সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত জটিল ও গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত—নিজের পানে তাকাইবার কথা তাহার মনে হইত না, কিন্তু কমরেডদের স্বাস্থ্যের দিকে তাহার দৃষ্টি থাকিত সজাগ।

পাঠাগারের লম্বা টেবিলের নিকট বসিয়া, খাতা হইতে কলম না তুলিয়া, লিখিতে লিখিতে, তাড়াতাড়ি বলিতে

থাকিত, "সুপ্রভাত। কেমন আছ? এক্ষুনি শেষ করছি। গ্রামে একজন কমরেড আছে, সে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছে। তাকে অবশ্য উৎসাহিত ক'রতে হবে। মানসিক অবস্থা কম প্রয়োজনীয় নয়।"

একবার আমি মস্কোতে তাহার নিকট গিয়াছিলাম। সে বলিল, "খাওয়া দাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ"।

"মিথ্যা বলছো না?"

"সাক্ষী আছে। ক্রেমলিনে খাবার কামরায় খেয়ে এসেছি।"

"শুনেছি সেখানকার খাবারদাবার ভাল নয়।"

"মন্দ নয়, কিন্তু আরো ভাল হ'তে পারে।"

তৎক্ষণাৎ সে বিশদভাবে সব জানিতে চাহিল। "ভাল নয় কেন? কি করে ভাল হ'তে পারে?" সে ক্রুদ্ধস্বরে অনুচ্চ-কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, "কেন, একজন সুদক্ষ পাচক তারা রাখতে পারে না? কার্য্যতঃ সেখানকার লোক খাটতে খাটতে মূর্চ্ছিত না হওয়া পর্য্যন্ত খেটে যায়, ভাল খাদ্য তাদের খেতে দিতেই হবে, যাতে তারা বেশী খেতে পারে। আমি জানি, সেখানে অল্প পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়, আর তা-ও খারাপ; সেখানে একজন ভাল পাচক তাদের যোগাড় ক'রতেই হবে।" তারপর সে রন্ধনের সহিত আহার ও হজমের ক্রিয়ার সম্বন্ধে কতকগুলি স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদের মতামত উল্লেখ করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সব ভাববার

সময় পাও কি করে?” প্রত্যুত্তরে সে আর একটী প্রশ্ন করিল, “যুক্তিযুক্ত আহার সম্বন্ধে?” তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, আমার প্রশ্নটী কালোপযোগী হয় নাই।

পি, এ, স্কোরোকোদভ্—আমার একজন পুরাতন আলাপী, সরমোভর আর এক কর্ম্মী, কোমল প্রকৃতি—আমার নিকট অভিযোগ করিল যে চেকায় কাজের অত্যন্ত কষ্ট।. আমি তাহাকে বলিলাম, “আমার মনে হয় তোমার উপযুক্ত কাজ এ নয়।” দুঃখের সহিত সে বলিল, “হাঁ। ঠিক তাই। সম্পূর্ণভাবে স্বভাববিরুদ্ধ, অপ্রিয়।” কিন্তু কিয়ংক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, “কিন্তু তুমি জান ইলইচকেও তার ভাবাবেগের টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে হয়। ভারী লজ্জিত যে আমি এত দুর্ব্বল।”

এমন অনেক কর্ম্মীকে আমি জানিতাম ও এখনও জানি, যাহারা সহজাত সামাজিক আদর্শবাদকে দমন করিতে, আপনাদের ভাবাবেগকে সবলে রোধ করিত ও এখনও করে, শুধু তাহাদের অবলম্বিত ব্রতের সাফল্যের জন্য। লেনিনকেও কি ভাবাবেগ চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল? আদৌ সে নিজের কথা অপরকে বলিতে চাহিত না। আর সবার চেয়ে, আত্মার গোপন সংক্ষুব্ধতা সম্বন্ধে, সে অধিক নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিত।

যাহা হউক এক সময় গর্কি নামক পার্কে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আদর করিতে করিতে সে বলিল, “আমাদের চেয়ে এদের জীবন আরো সুখের হবে। আমরা যতোখানি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটালুম, এরা ততোখানি

অভিজ্ঞতা লাভ ক'রবে না। এদের জীবনে এত বেশী নিষ্ঠুরতার ছাপ থাকবে না।"

তারপর দূরে যেখানে পাহাড়ের কোলে গ্রামটী রহিয়াছে, সেই দিকে দৃষ্টি মেলিয়া বিষণ্ণভাবে সে বলিল, "আর তবু আমি এদের হিংসা করি না। ইতিহাসে আমাদের যুগের লোক এক অদ্ভুত অর্থপূর্ণ কীর্ত্তি রেখে গেল। আমাদের জীবন-অবস্থায় যে নৃশংসতার প্রয়োজন হয়ে ছিল, এরা তা বুঝতে পারবে ও সমর্থন করবে। সব—সব বুঝতে পারবে।" তারপর কোমল ও মধুর স্পর্শে, অতি সযত্নে ছোট্ ছোট ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিল।

একদিন তাহার নিকট আসিয়া দেখি, টেবিলের উপর "যুদ্ধ ও শান্তি" পড়িয়া রহিয়াছে।

"হাঁ। টলষ্টয়। শীকারের দৃশ্যটা পড়বার ইচ্ছা হয়েছিল; তারপর মনে পড়ে গেল একজন কমরেডকে চিঠি লিখতে হবে। পড়বার একেবারে সময় নাই। কেবলমাত্র কাল রাত্রে টলষ্টয় সম্বন্ধে তোমার বইখানি পড়ে উঠেছিলুম।"

হাসিয়া চোখ ঘুরাইয়া, আরামের সহিত আরাম কেদারায় দেহ এলাইয়া দিয়া, নিম্নস্বরে দ্রুত গতিতে বলিতে লাগিল, "কি বিরাট্ ব্যাপার বলোতো? কি অদ্ভুত মাথা! এই হচ্চে মশাই তোমাদের একজন শিল্পী। আর এর চেয়ে অধিক বিস্ময়কর কিছু জানো কি? সাহিত্যক্ষেত্রে কাউন্ট লিও টলষ্টয়ের আগমনের পূর্ব্বে সাহিত্য-জগতে খাঁটি মুজিকের দেখা তুমি পাও নি।"

তারপর চোখ ঘুরাইয়া, আমার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইওরোপের কোন লোককে তার পাশে বসাতে পার কি?" পরমুহূর্ত্তে নিজেই উত্তর দিল "না—একজনকেও নয়।" আর সন্তোষের সহিত হাসিতে হাসিতে হস্তদ্বয় ঘর্ষণ করিল।

একাধিকবার আমি তাহার চরিত্রে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম—রুষসাহিত্যে এই গর্ব্ব। কখনো কখনো এই বিশেষত্ব লেনিন প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া আমার মনে হইত, আবার কখনো, এমন কি স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু ইহার মধ্যে আমি দেখিতে শিখিয়াছিলাম, পিতৃভূমির প্রতি গভীরভাবে নিহিত তাহার আনন্দপূর্ণ প্রেমের প্রতিধ্বনি। ক্যাপ্রিতে জেলেরা কি রকম সযত্নে হাঙ্গর কর্ত্তৃক ছিন্ন, জড়ানো জালের 'জট' ছাড়াইতেছে, নিরীক্ষণ করিতে করিতে সে বলিল, "আমাদের লোকেরা এর চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করে।" তাহার মন্তব্যে আমি যখন সন্দেহ প্রকাশ করিলাম, সে ঈষৎ বিরক্তির সহিত 'হুঁ হুঁ' করিয়া বলিল, "এই সব কোলাহলময় স্থানে বাস ক'রে, তোমার কি মনে হয় না, তুমি রাশিয়াকে ভুলে যাচ্ছ?"

ভি, এ, দায়ানিংস্কি ষ্টোয়েভ আমাকে বলিয়াছিল যে, একবার সে লেনিনের সহিত এক ট্রেনে সুইডেনের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতেছিল ও ডুরারের সম্বন্ধে একটী জার্ম্মাণ প্রবন্ধের পানে তাকাইতেছিল। সেই গাড়ীতে কতকগুলি জার্ম্মাণ যাইতেছিল। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বইখানা কি?" পরে প্রকাশ

পাইয়াছিল যে, তাহারা কখনও তাহাদের শিল্পীর নাম শ্রবণ করে নাই। ইহা প্রায় লেনিনকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল, আর দুইবার সে দায়ানিৎস্কিকে গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিল, "এরা এদের নিজেদের শিল্পীদের চেনে না, কিন্তু আমরা চিনি।"

মস্কৌ-এর এক সন্ধ্যায়, ই, পি, পিয়েসকোভস্কির ফ্ল্যাটে ইসায়া দবরোউইহ্ণ বীথোভেনের এক সুর বাজাইতেছিল। একাগ্রমনে শ্রবণ করিয়া লেনিন বলিল,"জানি না এপাসিওনেতার-এর চেয়ে অধিক সুন্দর, বৃহৎ কি হ'তে পারে! রোজ শুনতে ইচ্ছা করে। অদ্ভুত অলৌকিক সঙ্গীত। গর্ব্বের সহিত সর্ব্বদা চিন্তা করি—বোধ হয় এ আমার স্বভাব—মানুষ কি অদ্ভুত জিনিষই না করতে পারে!"

তারপর চোখ ঘুরাইয়া, মৃদু হাসিয়া, বিষণ্ণভাবে সে বলিল, "কিন্তু আমি তো সব সময় গান শুনতে পারি না। গীতবাদ্য তোমার স্নায়ুকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, তোমাকে অর্থহীন সুন্দর কথা বলাতে চায়, আর এই হীন নরকে বাস করে, যারা এই রকম অদ্ভুত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে পারে, তাদের মাথায় টোকা মারতে শেখায়। আর এখন অবশ্য তুমি কা'রো মাথায় টোকা মেরো না—কামড় দিয়ে তোমার হাত সরিয়ে দেবে। যদিও আমাদের আদর্শ নয় কারো উপর বল প্রয়োগ করা, তবুও তোমাকে তাদের মাথায় নির্ম্মমভাবে আঘাত করতে হবে। হুঁ, হুঁ, আমাদের কর্ত্তব্য নারকীয়ভাবে কঠিন!"

সন ১৯২১ সালে, ৯ই অগাষ্ট, যখন নিজেই প্রায় পীড়িত ও সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল।

"এ, এম (A. M)

এল্, বি, ক্যামেনেভের মারফৎ তোমায় চিঠি পাঠিয়েছিলুম। এত ক্লান্ত যে অত্যন্ত সামান্য কাজ করতেও অক্ষম; আর তোমার থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠছে, আর এখনো তুমি বাইরে বেরিয়ে পড়নি? বাস্তবিক, এটা লজ্জাকর অবিবেচকের পরিচয় দিচ্ছে। ইওরোপে ভাল স্বাস্থ্যনিবাসে থাকলে সেরে উঠবে ও আরো কত কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ ক'রতে পারবে। বাস্তবিক, বাস্তবিক। কিন্তু এখানে তুমি সেরে উঠতেও পারবে না, আর কিছু করতেও পারবে না। এখানে কেবল নিরর্থক কাজ ছাড়া তোমার কিছু করবার নাই। বেরিয়ে পড়, সেরে ওঠো। একগুঁয়েমী ক'রোনা—আমার একান্ত অনুরোধ।"

"তোমার লেনিন।"

যাহাতে আমি রাশিয়া ত্যাগ করি, তাহার জন্য, অদ্ভুত ধৈর্য্যের সহিত, সে বৎসরাধিক আমায় পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। আশ্চর্য্য, নিজ কাজে মগ্ন থাকিয়াও, সে মনে রাখিত যে, এমন একজন লোক আছে, যাহার বিশ্রাম প্রয়োজন। এই রকম ভিন্ন ভিন্ন অনেক লোককে সে পত্র লিখিত—সম্ভবতঃ অনেক কুড়ি।

কম্‌রেডদের প্রতি মনোভাব

কমরেডদের প্রতি তাহার সম্পূর্ণরূপে অতুলনীয় মনোভাব, এমন কি তাহাদের জীবনের ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্মাংশেও পরিব্যাপ্ত তাহার অন্তর্ভেদী মনোযোগের কথা আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। সৎ ও কর্ম্মকুশল কর্ম্মচারীর প্রতি চতুর মনিবের যেমন কখনো কখনো স্বার্থপূর্ণ যত্ন থাকে, লেনিনের এই অবয়বে কখনো আমি সেইরূপ স্বার্থপূর্ণ দৃষ্টি দেখি নাই। লেনিনের বেলায় এরূপ কিছু হয় নাই। প্রকৃত কমরেডের প্রতি যে আন্তরিক যত্ন জন্মে, সমানে সমানে যে ভালবাসা হয়, তাহার মধ্যে ছিল সেরূপ যত্ন ও ভালবাসা। আমি জানি, তাহার পার্টির মধ্যে, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও, লেনিনের সমকক্ষ বলিয়া মনে করা অসম্ভব, কিন্তু লেনিন নিজে ইহা উপলব্ধি করিতে চাহিত না। কখনো কখনো সে লোকের সহিত কঠোর ব্যবহার করিত, তর্কে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের রক্ষা ছিল না। নির্ম্মমভাবে তাহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিত, বিষাক্ত সর্পের বিষোদ্গারের ন্যায় অট্টহাস্যে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়া দিত। এই সবই সে করিত। কিন্তু গতকল্য যাহাদের সে ভর্ৎসনা করিয়াছে, যাহাদের কার্য্যের কঠোর সমালোচনা করিয়াছে, কতবার তাহাদের প্রতিভা ও নৈতিক দৃঢ়তা দর্শনে তাহার মধ্যে প্রকৃত বিস্ময়ের সুর স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত। ১৯১৮ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জঘন্য অবস্থার মধ্যে তাহাদের অদম্য, অক্লান্ত কর্ম্মদক্ষতা, সর্ব্বদেশের ও পার্টির চরের মধ্যে, যুদ্ধক্লান্ত দেশের সর্ব্বাঙ্গে সপূয় ক্ষতের মত পরিব্যাপ্ত

ষড়যন্ত্রের মধ্যে, তাহাদের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, সে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

তাহারা অবিশ্রাম কাজ করিত। আহার পাইত অতি অল্প ও আহার্য্য অতি জঘন্য। অনন্ত বিপদ ও ভয়ের মধ্যে তাহারা বাস করিত। কিন্তু লেনিন নিজে এই সব অবস্থার কঠোরতা ও যে সমাজের ভিত্তি অন্তর্বিপ্লবরূপ হিংস্র ঝটিকাপাতে কম্পিত হইয়াছে, সেই সমাজের অকস্মাৎ বিপদের কথা অনুভব করিত বলিয়া বোধ হইত না। কেবল একবার অভিযোগের মত একটা কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহাও নিজ কামরায়, এম, এফ, অ্যাদ্রিয়েফের সহিত কথোপ-কথনকালে।

"ভদ্রে, এম্, এফ, আর কি আমরা করতে পারি? যুদ্ধ ছাড়া অন্য উপায় নাই। কঠিন বোধ করছ কি? নিশ্চয়, অতিশয় কঠিন দেখছি। তুমি ভাব আমার পক্ষে কঠিন ও কষ্টকর নয়? কঠিন, অতি কঠিন। কিন্তু জার্জ্জিনস্কির পানে তাকাও। কিছুই নয়, এ রকম তাকে দেখাতে আরম্ভ করেছে। এ-র কিছুই করা যাবে না। অকৃতকার্য্য হওয়ার চেয়ে দুঃখ পাওয়া ঢের ভাল।"

আমার সম্মুখে যে, সে একমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা এই, "দুঃখিত, গভীরভাবে দুঃখিত যে, মার্টভ আমাদের সঙ্গে নেই। কি অদ্ভুত কমরেড ছিল সে, কি প্রাণখোলা খাঁটী মানুষ ছিল সে!"

মনে পড়ে, মার্টভের মন্তব্য শুনিয়া সে কি রকম অনেকক্ষণ প্রাণখোলা হাসি হাসিয়াছিল। "রাশিয়ায় মাত্র ত্বজন কমুনিষ্ট আছে—লেনিন ও কলোনতাই।" তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কি চতুরা নারী সে!"

পাঠাগার হইতে একজন কমরেড রাজকার্য্যপরিচালককে বিদায় দিয়া, আন্তরিক সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের সহিত বলিল, "একে তুমি বহুদিন থেকে জান? ইওরোপের যে কোন দেশের মন্ত্রী-সভার প্রধান মন্ত্রীর স্থান গ্রহণ করবার এ সম্পূর্ণ উপযুক্ত।" তারপর হস্ত ঘর্ষণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "প্রতিভায় ইওরোপ আমাদের চেয়েও দরিদ্র।"

একবার আমি প্রস্তাব করিলাম, বিমান ধ্বংস করিবার জন্য বৃদ্ধ বলশেভিক গোলন্দাজ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আগ্নেয় অস্ত্রটী দেখিতে প্রধান গোলন্দাজ বিভাগে আমরা একত্রে যাইব। সে বলিল. "আমি ও-সম্বন্ধে কি বুঝি?" কিন্তু সে আমার সঙ্গে গিয়াছিল।

এক অন্ধকার কামরায়, এক টেবিলের চারিদিকে সমবেত হইয়াছিল সাতজন সৈন্যাধ্যক্ষ—বৃদ্ধ, শ্মশ্রুমণ্ডিত, সবাই বৈজ্ঞানিক। টেবিলের উপর যন্ত্রটী রক্ষিত ছিল। সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে ভদ্রবেশী লেনিনের মূর্ত্তি ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া গিয়াছিল।

আবিষ্কারক যন্ত্রের গঠনাবলী ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। তুই তিন মিনিট লেনিন মনঃসংযোগ সহকারে তাহার কথা শ্রবণ করিল, পরে সম্মতিসূচক ভাবে 'হুঁ, হুঁ,' শব্দ করিয়া সেইরূপ

স্বাচ্ছন্দের সহিত তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, যেন সে তাহাকে কোন রাজনৈতিক তথ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে।

…আবিষ্কারক ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিশদভাবে আগ্রহের সহিত ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। পরদিন উক্ত আবিষ্কারক আমাকে বলিল :

"আমি আমার সৈন্যাধ্যক্ষদের বলেছিলুম, তোমার সঙ্গে এক-জন কমরেড আসবে, কিন্তু কমরেডটী যে কে, তা আমি বলিনি। ইলইচকে তারা চিনতে পারেনি। সে যে বিনা আড়ম্বরে, বিনা দেহরক্ষীতে আসতে পারে, বোধ হয়, এ তারা কখন কল্পনাও করতে পারেনি। তারা আমায় বললে "এ কি কোন যন্ত্রকলা-ভিজ্ঞ, না অধ্যক্ষ ? কি ? লেনিন ? কি আশ্চর্য্য! এ-ও কি সম্ভব ? আমাদের যে-সব জিনিষ নিয়ে সম্পর্ক, এ-সব সে এত জানলে কি-ক'রে ? যন্ত্রকলাবিদের মত সে সব প্রশ্ন করছিলো।' কি রহস্য !"

বোধ হইল তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে নাই যে, এই লোকই লেনিন। প্রধান গোলন্দাজ বিভাগ হইতে ফিরিবার পথে লেনিন চাপা হাসি হাসিতে লাগিল ও আবিষ্কারকের সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিল।

"দেখলে' কত সহজে মানুষ সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা হ'তে পারে। আমি জানতুম, ও একজন বৃদ্ধ, সৎ কমরেড। আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বোধ হয়, এই তার ঠিক পথ। বেশ ভাল লোক। আমি যখন যন্ত্রটীর ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছিলুম,

সৈন্যাধ্যক্ষেরা কি আমায় সমর্থন করে নাই? আর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলুম এক উদ্দেশ্যে—জানতে চেয়েছিলুম, এই অদ্ভুত যন্ত্র সম্বন্ধে তাদের কি মত।"

উচ্চহাস্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল, "বলোতো 'আই' (I) আর কিছু আবিষ্কার করেছে? তার আর অন্য কিছু করা উচিত নয়! হায়! যদি আমরা আমাদের যন্ত্রাধ্যক্ষদিগের জন্য ভালভাবে কাজ করবার আদর্শ-অবস্থার সৃষ্টি করতে পারতাম! পঁচিশ বৎসর পরে রাশিয়া হবে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দেশ।"

হ্যাঁ, সে আমার সম্মুখেই কমরেডদের সুখ্যাতি করিত! এমন কি যাহাদের প্রতি তাহার কোন সহানুভূতি ছিল না, তাহাদেরও সে আমার সম্মুখে প্রশংসা করিত। লেনিন জানিত কি ভাবে তাহাদের কর্ম্মশক্তির প্রশংসা করিতে হয়। এল, ডি, ট্রটস্কির (L. D. Trotsky) গঠন কার্য্যদক্ষতার উচ্চ প্রশংসা শ্রবণে আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ভি, ইলইচ আমার বিস্ময়ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল।

"হ্যাঁ, আমি জানি ট্রটস্কির প্রতি আমার মনোভাব কি, এই নিয়ে এক মিথ্যা জনরব আছে। কিন্তু আমি এও জানি—যা আছে তা আছে, যা নাই তা নাই। সেনাবিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালনা করতে সে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, নিম্নস্বরে বরং বিষণ্ণভাবে বলিল, "আর তবুও সে আমাদের একজন নয়। আমাদের অথচ আমাদের

নয়। ট্রটস্কি উচ্চাভিলাষী। তার মধ্যে লাসেলের (Lassale) কিছু আছে, এমন কিছু যা ভাল নয়।"

"আমাদের অথচ আমাদের নয়"—এই কথা কয়টী দুইবার আমার সম্মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হইয়াছিল আর একটী বিখ্যাত ব্যক্তির সম্পর্কে—এই লোকটী ভ্লাডিমির ইলইচের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মারা গিয়াছিল।

খুবই স্বাভাবিক যে লেনিন লোকচরিত্র বুঝিতে পারিত। একবার আমি তাহার পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া দেখি, একজন লোক লেনিনকে অভিবাদন করিতে করিতে দরজার দিকে হাঁটিয়া আসিতেছে। চোখ না তুলিয়া লেনিন লিখিয়া যাইতেছিল।

দ্বারের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটাকে চেন?" আমি বলিলাম, "সার্ব্বজনীন সাহিত্য ব্যবসা সম্পর্কে লোকটার সহিত দু'বার দেখা হয়েছিল।"

"তারপর?"

"লোকটা মূর্খ—অশিক্ষিত।"

"হুঁ হুঁ এক রকম সাপ, আর সম্ভবতঃ পাজী বদমা'স। কিন্তু এই প্রথম আমার সঙ্গে দেখা, আমার ভুলও হ'তে পারে।"

লেনিনের ভুল হয় নাই। কয়েক মাস পরে, লেনিনের অবধারণা যে সত্য, বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছিল।

সে সকলের জন্য কত রকম চিন্তা করিত, কারণ সে বলিত "আমাদের যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তনশীল। অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির বহু লোক ধীরে ধীরে জুটেছে। আর তার জন্য

দোষী তোমার সাধুপ্রকৃতি প্রিয় বুদ্ধিজীবী। এ তাদেরই হীন হত্যাকাণ্ডের ফল।"

আমরা যখন গর্কি নামক পার্কে বেড়াইতেছিলাম, লেনিন আমায় এই কথা বলিয়াছিল। অ্যালেক্‌জিনস্কির সম্বন্ধে আমি কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। কেন, তা আমার স্মরণ হইতেছে না; বোধ হয়, সে তখন তার নীচ চাতুরীর চাল চালিতেছিল বলিয়া।

"মানসচক্ষে দেখতে পার। আমাদের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তার প্রতি কেমন একটা শারীরিক ঘৃণার ভাব আমার মন অধিকার ক'রে বসেছিল। এভাব আমি জয় ক'রতে পারিনি। আর কাহাকে দেখে আমার মনে এমন ভাব উদয় হয়নি! এক সময় আমাদের উভয়কে একত্রে কোন কাজ ক'রতে হয়েছিল। আত্মদমন করবার জন্য আমাকে সব রকম উপায় উদ্ভাবন ক'রতে হয়েছিল—ভারী বিশ্রী। আমার বেশ মনে পড়ছে, কোনক্রমে এই অপদার্থ হীন ব্যক্তিকে সহ্য ক'রতে পারিনি।" তারপর বিস্ময়ে স্কন্ধ ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "কিন্তু পাজী ম্যালিনোভোস্কির মতলব আমি বুঝতে পারিনি। ভারী রহস্যময় ব্যাপার ম্যালিনোভস্কি।"

আমার নিকট লেনিন ছিল কঠোর শিক্ষক, অনুরক্ত বন্ধু। কৌতুকের সহিত সে আমায় বলিল, "তুমি এক প্রহেলিকা। সাহিত্যক্ষেত্রে বোধ হয় তুমি একজন প্রত্যক্ষবাদী, আর জন-সাধারণের প্রতি তোমার মনোভাবের দিক থেকে, তুমি একজন

romanticist, তোমার নিকট সব লোকই কি (Victim of history) ইতিহাসের বলি ? আমরা ইতিহাস জানি, আর আমরা বলিকে (victim) বলি—'বেদী উল্টে দাও! মন্দির ভেঙ্গে ফেল! দেবতার ধ্বংস হউক!' আর তুমি আমার মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করাতে চাও যে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামশীল দল সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধিজীবীদের সন্তুষ্ট ক'রতে বাধ্য।"

আমার ভুল হইতে পারে ; কিন্তু আমার মনে হয় লেনিন আমার সহিত কথা কহিতে ভালবাসিত। সে প্রায় সব সময় বলিত, "এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো—তার যোগে জানিও, আমরা একত্র মিলিত হ'ব।"

একবার সে বলিয়াছিল, "তোমার সঙ্গে আলাপ করা তৃপ্তিকর। তোমার জ্ঞানচক্রের পরিধি পরিবর্ত্তনশীল ও বিরাট্।" লেনিন বুদ্ধিজীবীদের মনোভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিত। বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে আলাপ করিতে সে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইত। সেই সময় বৈজ্ঞানিকদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য আমি এন, বি, খালটভের (N. B. Khaltov) সহিত একযোগে কমিটিতে কাজ করিতেছিলাম।

প্রোলেটেরীয় সাহিত্য

প্রোলেটেরীয় সাহিত্যে তাহার অনুরাগ ছিল। "এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?" আমি বলিলাম যে, আমি

অনেকখানি আশা করি, কিন্তু Litvuz (সাহিত্য-পাঠ প্রতিষ্ঠান) গঠন করার প্রয়োজন বোধ করি, আর ইহার সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব, বিদেশীভাষা—পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য—পল্লীগাথা (folk lore) বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস ও স্বতন্ত্রভাবে রুষসাহিত্যের অধ্যাপনার বন্দোবস্তের প্রয়োজন বোধ করি।

চোখ দুইটী ঘুরাইয়া, চাপা হাসি হাসিয়া, সে হুঁ হুঁ করিল। "অত্যন্ত বিস্তৃত আর অত্যন্ত চোখ ঝলসানো—এই যা ; এই সমস্ত বিষয় পড়াবার জন্য আমাদের নিজেদের অধ্যাপক নাই, অধিকন্তু বুর্জ্জোয়া অধ্যাপকেরা এক ভিন্ন রকমের ইতিহাস শেখাবে। না, আমার মতে কোনক্রমেই আমরা এখন একরূপ কিছু ক'রতে যাব না। তিন বৎসর কি পাঁচ বৎসর আমাদের অপেক্ষা ক'রতেই হবে।"

তারপর সে অভিযোগ করিত, "পড়বার আদৌ সময় নাই!" সে প্রায় জোরের সহিত প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য দেমিয়ান বেদনির (Demyan Bedny) পুস্তকের মূল্যের উল্লেখ করিত ; কিন্তু ইহাও বলিত, "ইহা কতকটা জটিল। কোথায় সে পাঠককে ছাড়িয়ে, এগিয়ে এগিয়ে যাবে, তা-না সে নিজেই পাঠকের পিছু পিছু চলেছে।"

সে মেয়াকোভস্কিকে (Mayakovsky) অবিশ্বাস করিত ; বরং সে তাহার উপর বিরক্তই ছিল। "সে চীৎকার ক'রে কি রকম বিকৃত কথা আবিষ্কার করে, কোথাও আমার মতের সঙ্গে মেলে না—আর তা'ছাড়া দুর্ব্বোধ্য, ইহার সবটাই অসংবদ্ধ, পড়া

দুরূহ। মেয়াকোভস্কি প্রতিভাশালী? অত্যন্ত প্রতিভাশালী? হুঁ হুঁ। দেখাই যাবে। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না, আজকাল লোক রাশি রাশি কবিতা লিখছে? সংবাদপত্রের সমস্ত পাতা ভর্ত্তি কবিতা, আর প্রচুর কবিতার বই রোজ বেরুচ্ছে।"

আমি বলিলাম, এ রকম সময়ে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যুবকের পক্ষে স্বাভাবিক। আমার মতে ভাল গদ্য অপেক্ষা মাঝারি ধরণের পদ্য লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ, আর কবিতা লিখিতে অল্প সময় লাগে। উপরন্তু পদ্যরচনা শিক্ষা দিবার আমাদের অনেক ভাল ভাল শিক্ষক আছে।

"গদ্য লেখার চেয়ে পদ্য লেখা সহজ, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি কল্পনাই করতে পারি না। তুমি যদি জীয়ন্ত আমার গায়ের ছাল ছাড়াতে, তা হ'লেও আমি দু' লাইন কবিতা লিখতে পারতুম না।" তারপর সে ভ্রূকুটী করিল "আমরা অবশ্য আপামর জনসাধারণের মধ্যে সমস্ত সাহিত্য ছড়িয়ে দিব—এখানে, ইওরোপে, যেখানে যা আছে, সব।"

সে ছিল রাশিয়ার এক অধিবাসী যে, বহুদিন নিজদেশ হইতে বহুদূরে বাস করিয়াছিল ও মনোযোগের সহিত নিজদেশের সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল—আর দূর হইতে ইহা আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর দেখায়। দেশের যে প্রধান শক্তি, দেশবাসীর যে অতুলনীয় প্রতিভা এতদিন অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত ছিল, বৈচিত্রহীন ও অত্যাচারী ইতিহাসের প্রতাপে সুপ্ত ছিল

অথচ রাশিয়ার অদ্ভুত জীবনপটের পশ্চাতে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মত সর্ব্বদা জ্বল জ্বল করিত, লেনিন সেখান থেকে, সেই প্রবলশক্তি ও অতুলনীয় প্রতিভা যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়াছিল।

ভ্লাডিমির লেনিন মারা গিয়াছে। কিন্তু তাহার কর্ম-শক্তির উত্তরাধিকারীরা জীবিত আছে। তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া এরূপ কার্য্য চালাইবে যাহা মানব ইতিহাসে অপরাপর কার্য্যাপেক্ষা অধিকতর জয়যুক্ত হইয়া থাকিবে।

পরিচয় লিপি

ভি, এ, আলেক্জিংস্কি—(জন্ম ১৮৭৯)—১৯০৫ সাল হইতে Russian Social Democratic Partyর কার্য্যকরী সমিতি ও দ্বিতীয় Dumaর সভ্য ছিল। বলশেভিক বিপ্লবের পর হইতে White Guard General Wrangel এর প্রচার বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী।

এম, এফ, আঁ্যান্দ্রিয়েভ—গর্কীর স্ত্রী।

পল, বি, এক্সেলরদ—(১৮৫০-১৯২৮)—মার্কসপন্থী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরে মেনশেভিক দলের প্রধান নেতা। Soviet Govt-এর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

ভি, এ, ব্যাজারভ—(জন্ম ১৮৭৪)—রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও দর্শনতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক। ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত বলশেভিক পার্টির সভ্য ছিল। পরে Machist দলভুক্ত হয়। এখন U. S. S. R. এর State Planning Commission এর কার্য্যে ব্যাপৃত।

অগষ্ট্ বেবেল—(১৮৪০—১৯১৩)—জর্ম্মাণ সোস্যাল ডিমোক্রাটীক পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও উক্ত দলের একজন নেতা।

দেমিয়ান্ বেদ্নি—(জন্ম ১৮৮৩)—বিদ্রূপাত্মক কবি, রাশিয়ার অতি জনপ্রিয় কমুনিষ্ট লেখক।

এ, এ, বোগদানভ—(জন্ম ১৮৭৩)—বিখ্যাত বলশেভিক লেখক। ১৯০৮ সালে Machist দলে যোগদান করে।

নিকোলাই বুখারিন্—(জন্ম ১৮৮৯)—বিখ্যাত বলশেভিক্।

ফিয়োডোর শ্যালিয়াপিন্—(জন্ম ১৮৭৩)—রাশিয়ার বিখ্যাত গায়ক।

থিয়োডোর্ ডান্—(জন্ম ১৮৭১)—মেনশেভিক দলের একজন নেতা।

এফ্, গেনিয়া—(১৮৫৫-১৯২৬)—বিপ্লবী ট্রেড্-ইউনিয়নের সভ্য, সোস্যালিজম্ প্রচারে উদ্যোগী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সোসিয়ালিষ্ট পার্টীর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। বলশেভিক্ বিদ্রোহের পক্ষপাতী ছিল।

লিও, জি, দয়েচ্—(জন্ম ১৮৫৫)—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Emancipation of Labour Groups পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা... যুদ্ধের সময় উগ্র চোভনবাদী ও ১৯১৭ সালে প্লেখানভের সহকর্মী।

আলবার্ট ডুরার্—(১৪৭১-১৫২৮)—জার্মাণ দেশীয় শিল্পী ও লেখক

ফেলিক্স জার্জ্জিনস্কি—(১৮৭৭-১৯২৬) Polish Democratic Partyর অতি পুরাতন সভ্য। ১৯১৭ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বলশেভিক্ কেন্দ্রিয় কমিটির সভ্য।

এনরিকো ফেরি—(১৮৫৬-১৯২৯)—ইতালীয় সোস্যালিষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার, আইন-ব্যবসায়ী।

মরিস হিলকুইট্—(জন্ম ১৮৭০)—সোসিয়ালিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, ধনী, আইন-ব্যবসায়ী, সোভিয়েট্ ও কমুনিষ্টের ভীষণ শত্রু।

জাঁ যয়েস্—(১৮৫৯-১৯১৪)—বিখ্যাত ফরাসী সোসিয়ালিষ্ট নেতা। গত মহাযুদ্ধের সময় আততায়ী হস্তে নিহত হয়।

এল, বি, কামেনেভ্—(জন্ম ১৮৮৩)—পুরাতন বলশেভিক্ নেতা, বিপ্লবের পর বড় বড় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য Communist পার্টী হইতে বিতাড়িত হয় ও পরে বিরুদ্ধ-মত পরিবর্ত্তন করিলে পার্টিতে ফিরিয়া আসে।

কার্ল কাউটস্কি—(জন্ম ১৮৫৪)—যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কসপন্থী চিন্তাশীল ব্যক্তি। পরে সোভিয়েট ও কম্যানিজম বিদ্বেষী।

এন্, বি, খালটভ্—পূর্ব্বে সোভিয়েট্ ইউনিয়নের রাষ্ট্র প্রচার বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

এলেক্‌জান্দ্রা, এম, কলোনতাই—(জন্ম ১৮৭২)—প্রথমে মেনশেভিকদলের মহাকর্ম্মি ও মহিলা আন্দোলনে তৎপর, যুদ্ধের সময় বলশেভিক দলে যোগদান করে। এখন সোভিয়েটের বাহিরে সোভিয়েটের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত।

এল, বি, ক্র্যাসিন্—(১৮৭০-১৯২৬)—পুরাতন বলশেভিক নেতা, অক্টোবর বিদ্রোহের পর বহু দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিল। পরে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের দূত ছিল।

এস্ পি ল্যাধিজিনিকভ্—১৯১৭ সালের বিপ্লবের পূর্ব্বে পুস্তক প্রচারাগার প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

আনাতোল্ লুনাচার্স্কি—(জন্ম ১৮৭৫) জনৈক ভাষাবিদ, নাট্যকার এবং সাহিত্য সমালোচক।

রোসা লুক্সেমবুর্গ—(১৮৭১-১৯১৯) জার্ম্মাণী, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। স্পার্টাকাস্ লীগের (ভবিষ্যতে জর্ম্মানীতে কমুনিষ্ট পার্টী নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠাতা Karl Liebknechtএর সহিত জার্ম্মাণ রাজপুরুষগণ কর্তৃক নিহত হয়।

এ, ম্যালিনোভ্স্কি—১৯১১ সাল হইতে বল্শেভিক্ আন্দোলনে তৎপর ছিল। চতুর্থ ডুমা ও দলের কেন্দ্রীয় সমিতির নির্ব্বাচিত সভ্য। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর হইতে জানিতে পারা যায় যে সে জার এর (Czar) গুপ্ত পুলীশ বাহিনীর সভ্য। সোভিয়েট্

গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠার পর স্বেচ্ছায় রাশিয়ায় ফিরিয়া আসে। বিচারে স্বদেশদ্রোহী ও গুপ্তচর প্রতিপন্ন হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এল্, মার্টভ্—(১৮৭৩-১৯২৩)—মেনশেভিক দলের নেতা। পরে সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের শত্রুদলভুক্ত হইয়াছিল।

ভি, মেয়াকভস্কি—(১৮৯৪-১৯৩০)-রাশিয়ার কবি ও Futurist

ফ্রান্জ মেরিং—(১৮৪৬-১৯১৯) বিখ্যাত মার্কসমতবাদী ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক। স্পার্টকাস্ লীগের অন্যতম নেতা।

টমাস্ মুঞ্জসার্—(১৪৯৮—১৫২৬)—জার্ম্মাণির ১৫২৫ সালের কৃষক বিপ্লবের নেতা।

পারভাস্—(১৮৯৬-১৯২৪)—বিখ্যাত মার্কসমতবাদী জার্ম্মাণ সোশ্যাল ডিমোক্রাটীক পার্টির সকারী সভ্য।

জর্জ্জ, ভি, প্লেখানভ—(১৮৪০-১৯১৮)—মার্কসমতবাদী, রাশিয়ার মার্কসপন্থী সোশ্যালিজমের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমে লেনিনের সহকর্ম্মী, পরে মেনশেভিক্ দলের নেতা। বিগত মহাযুদ্ধের সময় রুষিয় রাজকীয় উদ্দেশ্যের সমর্থক ও অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

পল্ সিঙ্গার—(১৮৪৪-১৯১১) জার্ম্মাণ সোশ্যাল্ ডিমোক্রাটিক দলের অন্যতম নেতা।

এন্, চেকোভস্কি—(১৮৬০-১৯২৬)—সোশ্যাল বিপ্লবীদলের নেতা।

এম্, পি, টম্স্কি—(জন্ম ১৮৮০)—যৌবন কাল হইতে বলশেভিক মতবাদী। ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের বিপ্লবে কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করে। ইউ, এস, এস আর (U. S. S, R) Labour Union এর Central Council এর ও ১৯১৯ সাল হইতে Central Committee of Partyর সভাপতি ছিল। বিরুদ্ধ-দল সংগঠন করার জন্য দায়িত্ব-

পূর্ণ পদ হইতে চ্যুত করা হয়। অধুনা State Publish এর কর্ম্মকর্তা।

এল্. ডি. ট্রট্স্কি—(জন্ম ১৮৭৯)—১৯০৩ সালে রাশি Democratic Party বিভক্ত হওয়ার পর Menshevik দ মহাযুদ্ধের সময় কাউটস্কি দলভুক্ত আন্তর্জাতিক ছিল। বিপ্লবের পর বলশেভিক্ দলে যোগ দেয়। Central Cor সভ্য ও গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিল সালে পার্টির কার্য্যতালিকা ও মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে বিতাড়িত হয় এবং সমস্ত পদ হইতে চ্যুত হয়। গুপ্তভাবে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়।

ভি, ভি, ভরোভস্কি—(১৮৭১-১৯২৩)—বলশেভিকদলের সভ্য ও Soviet union ভুক্ত Communist Partyএর অন্যতম সভ্য। ১৯২৩ সালে যখন লুসেন বৈঠকে Soviet গভর্ণ প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছিল তখন নিহত হয়।

সি, জিট্‌লোভস্কি—রুশীয় বক্তা ও লেখক। সামাজিক